BAHIRA ALUMNI ASSOCIATION OF BOYS' HOME HIGH SCHOOL, BAHARA, KOLKATA-118

raabhha

Alumni Association

Estd. 1992

পুনর্মিলন উৎসব '২০২৩'

স্বর্গীয় শিক্ষকদের প্রতি

রয়েছো নয়নে, রয়েছো হৃদয়ে,
রয়েছো জীবন জুড়ে।
মম জীবনবীণা সুর তোলে আজ
তোমারই শেখানো সুরে।

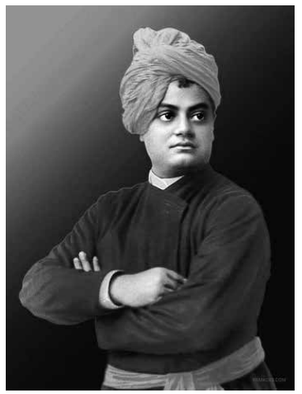

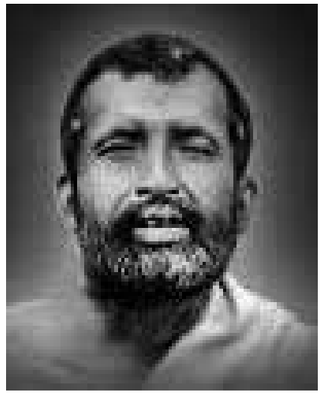

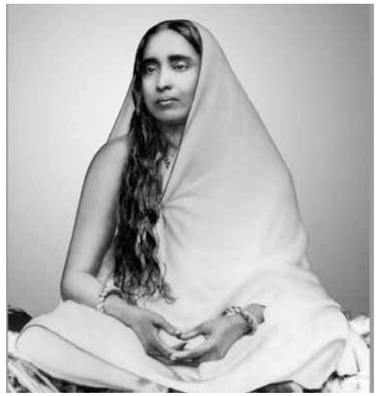

সুপ্রিয়,

দাদা বন্ধু ও ভাইরা,

তোমাদের সকলের আন্তরিক ইচ্ছায় অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আবার আমরা সমবেত হয়েছি আমাদের শৈশবে, কৈশোরের দ্বিতীয় গৃহে। আমাদের তৃষিত হৃদয় আজ খুঁজে বেড়াবে, হয়তো স্মৃতির সরণি বেয়ে তুলে আনবে কিছু না বলা কথা, কিংবা বহুশ্রুত ঘটনা যা সত্য ও বাস্তবের কাঠামোর ওপর বহু বর্ণের ভাষ্যে আজ প্রায় প্রবাদ হয়ে উঠেছ। স্বপ্ন সত্য ও বাস্তবের মিশেলে এই পরা-বাস্তবের আঙিনায় আজও খেলা করে আমাদের অবচেতনের নিদ্রিত শৈশব, কৈশোর; আজও আমাদের চেতনায় ওই দীর্ঘ অলিন্দে প্রবাদপ্রতিম স্বামীজী আর শিক্ষক দের অবিনশ্বর পদচারনা।

শুধু স্মৃতির সরনি বেয়ে জীবনের উজান পথের পাথেয় সঞ্চয় করতেই শুধু নয়, রা্মকৃষ্ণ মিশন নামে যে সুমহান বটবৃক্ষের ছায়ায় আমরা বড় হয়েছি তার আদর্শকে সামনে রেখে; কিছু সঞ্চিত জীবন পথের কড়ি ‘বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়’ ভাগ করার আনন্দে আমরা মিলিত হই বারবার এই পুন্যভূমিতে।

আশা করি, ঠাকুর মা স্বামীজীর শুভাশীর্বাদে আজকের মিলনমেলা ও সংকল্প সফল হবে।

নিবেদনে
সুমন কুমার রায়
(পুনর্মিলন উৎসব কমিটির পক্ষে)

Punarmilan Utsav '23
Organizing Committee

PRESIDENT	Subham Pal
SECRETARY	Dr. Suman Kumar Roy Avishek Ghosh
TREASURER	Janak Narayan Neogi Arindam Dutta Chowdhury
SOUVENIR COMMITTEE	Sourav Howlader Prantik Guha Ray Partha Sengupta Sayan Chakraborty
SOUVENIR COVER	Partha Sengupta Suvadipta Paul
SOUVENIR DESIGN	Partha Sengupta
FOOTBALL COMMITTEE	Niladri Bhattacharya Saheb Manna Apurba Manna Devdeep Datta
REGISTRATION COMMITTEE	Dhruba Banerjee Pijush Pal
CULTURAL COMMITTEE	Biswajit Ghatak Sayan Chakraborty
OVERALL MONITORING	Sarbajit Ghosh Saheb Manna Amlan Baisya Chinmoy Chakrobory
PUBLIC RELATION	Dhritiman Hazra Arunangshu Dey Suman Ganguly Subrata Majumder

RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME
HIGH SCHOOL (H.S)
Rahara, Kolkata-700118, North 24 Pgs. W.B, India
Email- rkmhighschoolrahara@gmail.com
Web-Site:- www.rkmhsrahara.org , Ph. No. 033-2523-6969.
M.P Index No.: B1-158 H.S Code No.: 103463
(Recognised by/Affiliated to W.B. Board of Secondary Education and
W.B. Council of Higher Secondary Education)
Medium: Bengali & English, **First Language: Bengali** & Second Language: English

Lt. No. Date - 24.8.2023

শুভেচ্ছা বার্তা

রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুলের শ্রদ্ধা-স্নেহভাজন কৃতী প্রাক্তন ছাত্রেরা আগামী ৩-রা সেপ্টেম্বর, রবিবার(২০২৩) নানান প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে পুনর্মিলন উৎসব পালনে উদ্যোগী হয়েছে জেনে বিশেষ আনন্দ বোধ করছি। তাদের এই স্বপ্নিল উদ্যোগ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

এই অস্থির সময়ের আবর্তে সকল প্রাক্তনী তাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে ছাত্র-জীবনের স্মৃতি চারনে মুখর হয়ে উঠবে। চরম ব্যস্ততাকে সরিয়ে রেখে তারা ফিরে যাবে তাদের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলিতে। তারা কিছু সময়ের জন্য অনুভব করবে স্বর্গীয় সুখ-আনন্দ। তাদের প্রাণস্পর্শে তাদের প্রাণের বিদ্যালয়ও ফিরে যাবে তার ফেলে আসা দিনগুলিতে।

সম্বর্ধনা সভা, প্রীতি ফুটবল প্রদর্শনী ও সমাজসেবা মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে আনন্দমুখর দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখার যে প্রয়াস গ্রহণ করেছে, তাকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাই।

সবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা সারদাদেবী ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীপাদপদ্মে সকলের সুদীর্ঘ, নিরোগ জীবন এবং অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মুরলীধরানন্দ
(স্বামী মুরলীধরানন্দ)
প্রধান শিক্ষক
Ramakrishna Mission Boys' Home
High School - (HS)
P.O.- Rahara, Kolkata - 700118, W.B

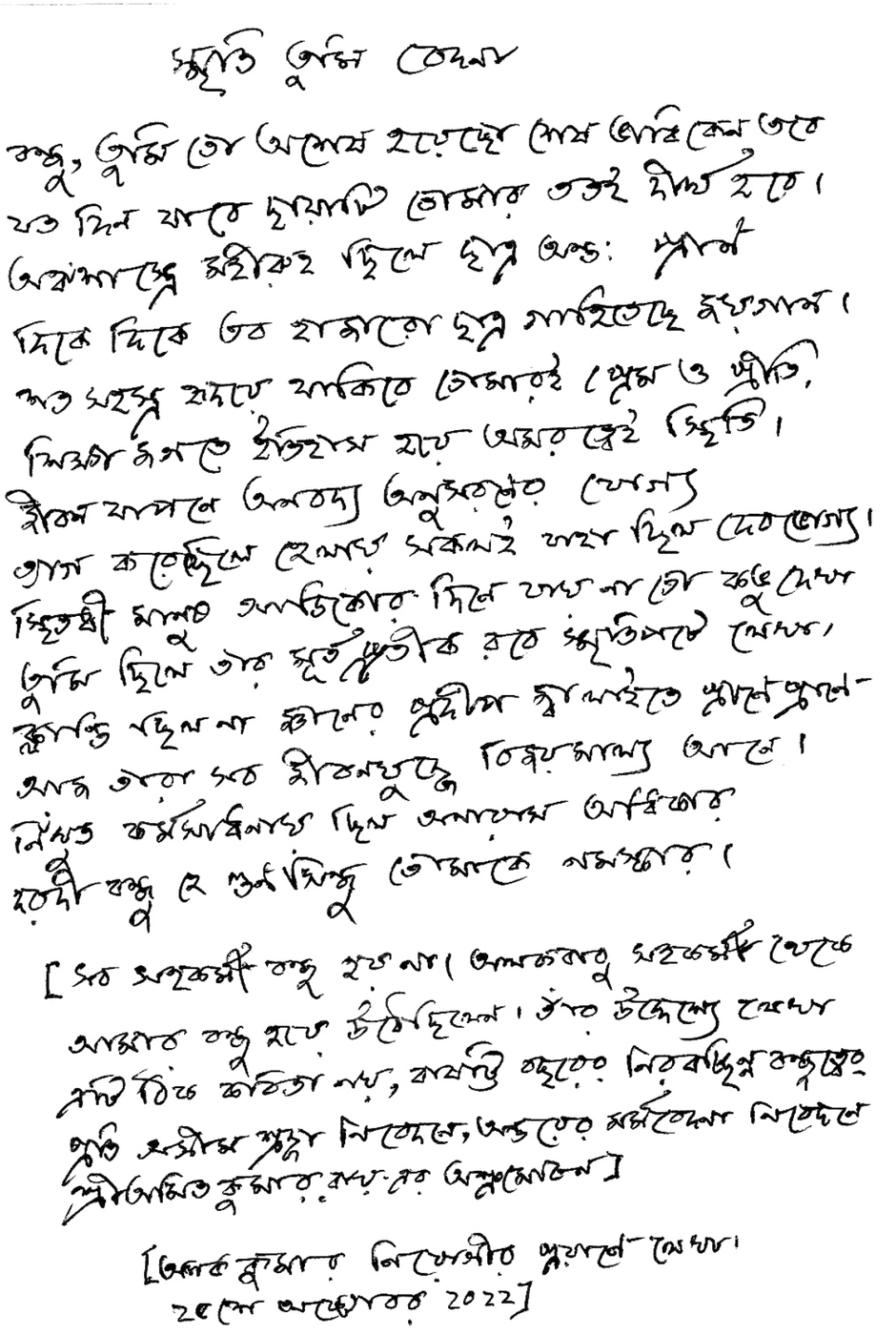

--- শ্রী অমিত কুমার রায়, প্রাক্তন শিক্ষক

গয়না

সৌরভ হাওলাদার

মফস্বল শহরের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে ছোট নদী, গয়না। তার চারপাশে গজিয়ে ওঠা ঘরগুলোতে আলগোছে সে জলের দাগ রেখে যায়। এ বাড়ির আঙিনায়, ও বাড়ির ছায়ায়, সে বাড়ির রান্নাঘরে, অন্য বাড়ির গোয়ালের ধার ঘেঁষে। এমনি আম কাঁঠাল সুপুরি ঘেরা উঠোনের পাশে, এক পুরোনো ভগ্নদশা বড় বাড়ির দুটি অংশ। সন্ধের অন্ধকারে ভূতের আস্তানা মনে হয়। অপ্রতুল আলোতে একদিকে দোতলার একটা জানালা খোলা। সেখানে জানালার পাশে বসে একা একা মদ খাচ্ছে বিপুল। পরমা চলে যাওয়ার পর আপিস থেকে ফিরে, ওর এখন এটাই কাজ।

পাড়ার লোক চমকে গেল, যখন মাস তিনেক আগে বিপুল আর ওর মাকে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। পরমা বাপের বাড়ি গিয়ে বিপুলের নামে ফোর নাইন্টি এইট ধারায় অভিযোগ করেছে এবং সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়েছে। এক ধাক্কায় টান করে থাকা সংসার ছত্রখান।

জামিনে ছাড়া পেয়ে বিপুল আবার আপিসে যোগ দেয়, চেষ্টা করে ছিঁড়ে যাওয়া জীবনটাকে রিফু করে নিতে। কিন্তু সব কি আর আগের মতো হতে চায়? বিপুলের বৃদ্ধা মা, সেই যে ঠোঁটের কুলুপ এঁটেছে, আর খোলার যো নেই। বিপুলের ফাঁক হয়ে থাকা জীবনের ভেতর নেশা জায়গা করে নেয়। গয়নার স্রোত খুব বেশি নেই। সেখানেই ভেসে চলে কচুরিপানা, ছোট ছোট মাছধরা ডিঙি আর সময়। সেই সময়ের পিঠে চেপে বিপুল দিনাতিপাত করে। এইসব দিনে সে একা, একেবারে একা।

রাতের আঁধারে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ। ইদানিং আর কেউ এ পথ না মাড়ালেও, একজন নিয়মিত আসে। কাকার মেয়ে, মন্দিরা ঘরে ঢোকে। হাতে খাবারের বাসন। ঠাঁই করে বিপুলের টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে, "শুধু ওই তরল খেয়ে থাকলে হবে?"
বিপুল কোন উত্তর করে না।

বছর সাতাশের মন্দিরার চেহারা আর স্বভাব দুটোই ধারালো। পরমার চলে যাওয়ার ঘটনা, পাড়ায় যেন বিপুল আর তার বৃদ্ধা মাকে অচ্ছুত করে তুলেছে। এক নোটিসে বাড়ির রান্না মাসি, কাজের মাসি বিদায় নিয়েছে। সবাই মিলে বিপুলকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে সাজা শুনিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে মন্দিরাই বোধহয় একমাত্র, যে দাদার পাশে থেকে যায়।

বিপুলদের এজমালী বাড়ি, এক উঠোনের দুদিকের অংশে বিপুলের বাবা মহীতোষ আর কাকা আশুতোষের সংসার। দুই ভাইয়ের একটি করে সন্তান, বিপুল আর মন্দিরা। বিপুলের বাবা মহীতোষ অকালে মারা যাওয়ার পর, আশুতোষই বিপুলদের দায়িত্ব নিয়েছিল। বিপুল পড়াশুনায় কৃতী, নিজের চেষ্টায় ভাল চাকরি পায়। কাকা দাঁড়িয়ে থেকে বিপুলের বিয়ে দেয়। যদিও খরচ খরচা সব বিপুলের। কিন্তু বিয়ের এই পরিণতি দেখে কাকা মনে মনে ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে নিজের মেয়ে মন্দিরার বিয়ের কথা ভাবতেও, তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

মন্দিরা যেমন দাপটে এসেছিল, তেমন করেই ফিরে যায়। বিপুল আর ওর মা কোন মতে রাত-খাবারের পর্ব শেষ করে শুতে যায়। দিন পার করার তাগিদ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

কয়েক বছর হল, মন্দিরা স্কুলে ঢুকেছে। স্কুল সেরে গয়নার ধারে আসে, উল্টো দিকের একটা সরকারি আপিসে সঞ্জয়ের চাকরি। ঘড়ি মিলিয়ে আধ ঘন্টার দেখা। মন্দিরা জিজ্ঞেস করে, "বাড়িতে কিছু জানিয়েছো?"

দুজনের সম্পর্ক প্রায় সাত বছর। এখন দুজনেই প্রতিষ্ঠিত, দুজনে মিলে একসাথে একটা ফ্ল্যাটও বুক করেছে। একসাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে, আর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সঞ্জয় বিব্রত হয়, "তোমার দাদার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে।"
মন্দিরা ভ্রূ কুঁচকে বলে, "তাতে তোমাদের কী? তুমি তো আর আমাদের বাড়িতে এসে থাকতে যাচ্ছো না?"
"তা নয়, তবে সদ্য সদ্য ঘটনা ঘটেছে। একটু তিথিয়ে যাক।"
"দেখো, আমি আমার দাদাকে চিনি। ওকে ফাঁসানো হয়েছে। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না।"
সঞ্জয় প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়, "সামনের শুক্রবার একটা ছুটি আছে, চল দুজনে বেড়িয়ে আসি।"
মন্দিরা কিছু বলে না। একটু পরে, ফেরার পথ ধরে। সঞ্জয়ের আরও কিছু কাজ রয়েছে, ওকে আবার আপিস যেতে হয়।

গয়না শোনে, তার ঘাটে আঘাটায় স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান।

শুক্রবার বিপুলদের আপিসও ছুটি। সকাল থেকেই নেশা

করেছে। টলমলে পায়ে পাড়ার ক্লাব ঘরের দিকে যায়। গয়নার ধারে বড় বটগাছের নিচে ক্লাব। সেখানে ক্যারম পিটাচ্ছে বিপুলের বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব। স্ট্রাইকার নিয়ে ঘুঁটির নিশানা মাপতে মাপতে প্রথম সন্তোষের চোখ পড়ে, বিপুল আসছে। অন্য একজনকে বলে, "মালটাকে ভেতরে নিয়ে আয়। একটু খোরাক করি।"
শান্তনু বলে, "ওর পিছনে কেন লাগছিস? যা বাঁশ, ওকে ওর বৌ দিয়ে গেছে, সেখানে আমরা আর নতুন করে কিছু নাই বা করলাম।"
চোখ নাচিয়ে সন্তোষ বলে, "বৌকে ক্যালানোর সময় মনে ছিল না?"
"ঠিক কী হয়েছে, আমরা কেউই জানিনা। ওকে ছোট থেকে দেখছি। পড়াশুনায় ভাল। চাকরি করে ভাল। সে এমন, কী করে হবে?"
"তুই চুপ কর তো। পুলিশে এমনি তুলে নিয়ে গেছিল? ডাক মালটাকে।"

হাতি গাড্ডায় পড়লে ব্যাঙ কী করে জানা নেই তবে, বিপুল এখন পাড়ার আড্ডায় খেলার পাত্র হয়ে গেছে। সন্তোষ ক্যারম ছেড়ে বিপুলের দিকে মন দেয়, "তুই বরং আরেকটা বিয়ে কর।"
বিপুল হাসে, হেসেই চলে। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে যায়। তারপর বলে, "আমায় মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।"
"কোন চাপ নেই। তোরা আমার বাড়িতে ভাড়া থাকবি।"
বিপুল যেন খুব বুঝেছে। মাথা নাড়িয়ে বলে, "তার মানে, আমি অফিসে যাবো আর তোরা আমার বৌকে নিয়ে ফুর্তি করবি?"
"তার জন্য যা লাগবে দিয়ে দেব, কোন অসুবিধা হবে না। তোর বাড়িভাড়ার টাকাও লাগবে না।"
বিপুলের কথা যোগায় না। টলতে টলতে ঘরের কোণায় পেতে রাখা সতরঞ্চির ওপর শুয়ে পড়ে।
শান্তনু বলে, "ওকে আর র‍্যাগিং করিস না। মালটার এমনিতেই করুণ অবস্থা।"
সন্তোষ হাত ঘুরিয়ে বলে, "চাকরিটা এখনও কী করে করছে কে জানে?"

বেলা বাড়তে ক্লাব খালি হয়ে যায়। গয়নার পাড় ঘেঁষে বটতলায় বেশ কিছু চড়াই শালিখ আপন মনে ঝগড়া করে চলেছে। সন্তোষ, শান্তনুরা বিপুলের কথা মনে রাখে না। সন্তোষ বলে, "ও শালার খোয়ারি কাটলে, নিজেই উঠে চলে যাবে। এখানে পড়ে আছে, থাক। বাইরে হলে তো নর্দমায় উল্টে থাকতো।" বিপুলকে একা ফেলে রেখে, যে যার বাড়ি স্নান খাওয়া করতে চলে যায়।

গয়নাও ফিরে দেখে না, সে চলতেই থাকে।

আগেরদিন সঞ্জয়ের সাথে ডায়মন্ড হারবার যাওয়া পরিকল্পনা হয়েছে। আজ মন্দিরা সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন খবর আসে, বিপুল সকাল থেকে প্রবল নেশা করে ক্লাব ঘরে উল্টে পড়ে আছে। ব্যাগ গোছানো বন্ধ করে হন্তদন্ত ছোটে। পৌঁছে দেখে, আশেপাশে কেউ নেই। পাড়ার মোড় থেকে একটা রিক্সা ডেকে আনে। রিক্সাওয়ালার চেষ্টাতেই বিপুলকে তুলে বাড়ি নিয়ে আসে। সঞ্জয় ফোনে জিজ্ঞাসা করে. "কী হল?"
মন্দিরা বলে, "আজ আর হবে না। দাদা মদ খেয়ে চিৎপাত। ওকে নাইয়ে খাইয়ে, তবে বেরতে পারবো। অনেক দেরী হয়ে যাবে।"
সঞ্জয় বিরক্ত হয়, "দেখেছো, তোমার দাদা আমাদের বেড়াতে যেতেও দিচ্ছে না। সেখানে ঘর বাঁধতে দেবে কী করে?"
"সে আমি বুঝব! তুমি বাড়িতে বল। এভাবে হোটেলে হোটেলে আর কতদিন?"

বিপুল একটু ধাতস্থ হলে, মন্দিরা ঘরে আসে, "দাদা, তোর সাথে একটু কথা বলা যাবে?"
"নিশ্চয়ই। ভেতরে আয়।"
বিপুল খাতাপত্র বার করে কিছু লিখছিল।
"তুই ব্যস্ত আছিস।"
"আরে এই ব্যস্ততা, ভুলিয়ে রাখার ব্যস্ততা। তুই বল।"
"ঘোর কেটে গেলে, তোর মনে থাকবে? কী বললাম?"
"কী মুশ্কিল! ঘোর কাটানোর জন্যেই তো এই আয়োজন। তুই বল। আমায় ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের অঙ্ক দে। করে দেব। তুই বল।"
"তোরা কী কোন ব্যবস্থা নিবি? না আমি নিজেই করে নেব?"
"কী করে নিবি?"
"বিয়ে।"
"কী বললি?" বিপুল হোঁচট খায়। মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। ভয়ার্ত চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।
"হ্যাঁ, বিয়ে। তোরা যদি কোন উদ্যোগ না নিস। আমি আর সঞ্জয়, এই সপ্তহের মধ্যে কোন একটা কালীবাড়ি গিয়ে সিঁদূর পরে চলে আসছি।"
"সেকি!"
"হ্যাঁ, আমাদের ফাইন্যাল হয়ে গেছে। তোরা যদি মেনে না নিস, আমাদের বয়ে গেল।"
"তোর শ্বশুর বাড়ি? মানে সঞ্জয়ের বাবা মা?"
"একই কথা। মানলে ভাল, না মানলে আরও ভাল। কদিন পরেই ফ্ল্যাট হ্যান্ডওভার দিয়ে দেবে।"
"ফ্ল্যাট?"
"হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে বুক করেছিলাম। দুজনের নামেই। ই-এম-আই এক মাস ওর, এক মাস আমার।"
"তবে তো সব হয়েই গেছে"
"তাই তো বলছি। পরে আমাকে বলতে আসিস না, আমি তোদের সামাজিক মর্যাদা রাখার সুযোগ দিলাম না।"
"বেশ! তবে কাকাকে বলে দেখি। কিন্তু আমার এই হাল দেখেও বিয়ে করতে ইচ্ছে করে?"
"করে। সাত বছর নিজেদের পরখ করলাম। আমরা নিজেদের সহ্য করতে পারছি।"

কাকার সাথে কথা বলে বিপুল। আশুতোষ আকাশ থেকে পড়ে, "এই অবস্থায়? কী করে সব আয়োজন করব? বিয়ের কাজ কি এত সাত তাড়াতাড়ি হয়?"
"ওদের সময় নেই।"
"আচ্ছা মুশ্কিল। আর কিছু না হোক, টাকা পয়সার জোগাড় তো করতে হবে?"
"কেন?"
"কেন মানে? বিয়ে দিতে টাকা লাগবে না?"
"তা লাগবে, আর কী কী খাতে লাগবে?"
"গহনা, লোক খাওয়ানো, তত্ত্ব, আরও কত কী!"
"কাকিমার গহনা আছে না?"
"তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু হবে।"
"আর কতজন নিমন্ত্রিত হবে?"
"পাঁচশো, সাড়ে পাঁচশো তো হবে।"
"ঠিক আছে, আমি ছ'শোই ধরলাম।"
"এই বাজারে ছ'শো লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা কী মুখের কথা? আর আমার অবস্থা তো জানিস।"
"তোমরা মেয়ের গহনা আর বিয়ের খরচটা দেখো। আমি ছ'শো লোক খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলাম।"
"তুই?"
"কেন? আমি পারব না? এতদিন আমার বৌ ছেড়ে চলে গেছে। প্রতিদিন ও রান্না করে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। ওর জন্য এটুকু পারবো না?"

গয়নার পাড়ে জলসইতে আসে এয়োস্ত্রীরা। বিয়েবাড়ি অনেক ভীড়। আত্মীয় অনাত্মীয় মিলে একশোর ওপর পাত পড়ছে দুবেলা। বাড়ি বড় হলেও একশো মানুষকে ধরানো সম্ভব নয়। নিমন্ত্রিতরা প্রতিবেশীদের বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। মফস্বলে এটাই রেওয়াজ। পুরো পাড়া যেন এক পরিবার। নেই কোন পাঁচিলের সীমানা, মনেরও।

বাড়ির উঠোন দিয়ে বয়ে চলে গয়না। সময় অসময়ে ডুব দিয়ে আসে। নিজস্ব নদী বয়ে চলে তার স্বচ্ছ অবয়ব নিয়ে। নিচ অবধি দেখা যায়। মনেরও যেন তল পাওয়া যায়।

সঞ্জয়দের বাড়ির একজন মুরুব্বী আলাদা করে আশুতোষকে বলেছিল, "শুভ কাজ, বুঝতেই পারছেন, বিপুল যেন অনুষ্ঠানের সময় না থাকে।" বিপুল ছিল না। কিন্তু ওকে নিয়ে কানাকানি চলেছে ভরপুর।

গয়না শব্দগুলোকে বয়ে নিয়ে যায়।

কন্যা বিদায়ের সময় উৎসবের তাল কেটে যায়। সূর্যের তেজও যেন কমে আসে। এলোমেলো ছড়িয়ে থাকে শালপাতা, কাগজের কাপ। প্যান্ডেলওয়ালা বাঁশ খুলতে চলে এসেছে। দূর দূর থেকে যারা এসেছিল, তারা যে যার ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত। অতিথিদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশীও ছিল। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়, এত লম্বা অনুষ্ঠান! আর এত রকম সম্পর্কের লতাপাতা! উন্নত দেশে এমন উষ্ণতা কই? আজ সন্ধে নামে মন্থরগতিতে। গতরাতের রোশনাই আর নেই, আকাশ ঢেলে সাজে তারায়। মাথার ওপর মাঘ মাসের কালপুরুষ ঝুলে থাকে। তার খোলা তলোয়ার যেন সম্পর্কের রক্ষক রূপে আশ্বাস দেয়। আগামী প্রজন্ম আসুক, দুধে ভাতে থাকুক সন্তান। রাত বেশি হলে হিম পড়ে। গাছের পাতা বেয়ে সেই হিম টপটপ করে ঝরে। বাপ মায়ের গোপন কান্নার মতো সে বৃষ্টি।

গয়নার বুকে শব্দ হয়, কুলকুল কুলকুল।

নিজের ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের কবরে দাঁড়িয়ে, বিপুল বোনের নতুন জীবনে প্রবেশ মুহূর্তে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। গয়নার পাড়ে এক কোণায়, অন্যদের থেকে আড়ালে চুপ করে বসে ছিল।
মন্দিরা ঠিক খুঁজে বার করে। বিদায় নিতে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরে মন্দিরা বলে, "এখানে একা একা? কী ভাবছিস দাদা?"
চোখের জল লুকিয়ে, একটু হেসে বিপুল বলে, "ভাবছি, কাল থেকে আমায় কে রেঁধে দেবে?"

গয়নার ছলাৎ আওয়াজে বাকী সব ঢাকা পড়তে থাকে।

স্মৃতিকথা

রথীন তালুকদার 76 HS

ছোটবেলায় আরও অনেকের মত পড়াশোনা আমার খুব একটা ভাল লাগত না। গল্পের বই বাদে। অবশ্য সব বিষয় যে খারাপ লাগত, তাও না। গোল বাঁধাত ওই অঙ্ক। পরীক্ষা কিংবা অন্যত্র সব জায়গাতেই চশমা পেতাম। মানে যুগল শূণ্য আর কি। রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র হয়েও কেন যে অঙ্কে কাঁচা সেটা বাড়ি থেকে শুরু করে পরিচিত মহল, সবারই ছিল গবেষণার বিষয়। আর আমি ভাবতাম কবে যে উঁচু শ্রেণীর ছাত্র হব!যখন অঙ্ক কষতে হবে না। বার্ষিক ফলে লেখা থাকবে না Promotion on consideration. আমাদের সময়ে অষ্টম শ্রেণীর পরই বিভাজন হয়ে যেত। কলা,বিজ্ঞান, বাণিজ্য এই সমস্ত শাখায়। তবে বিপদ বাঘের মত নিঃশব্দ চরনে পিছু নিয়েছিল। আমরা ছিলাম উচ্চমাধ্যমিক এর শেষ ব্যাচ। পরের বছর মাধ্যমিক এর প্রথম ব্যাচ। অর্থাত ফেল করলেই সেই অঙ্ক চেপে ধরবে!সুতরাং যেভাবেই হোক পাশ করতে হবে। তবে এই পাশ করেছিলাম বলেই জীবনের এক গৌরবোজ্জল ঘটনার অংশ হতে পারিনি। যেহেতু অঙ্ক পারতাম না তাই আজও মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে যেতাম। সব থেকে বেশীবার টানা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হিসাবে রেকর্ড থাকত! অনেক পুরস্কার ও নিশ্চিত ভাবেই পেতাম। পাশ করার জন্য সে কৃতিত্বের ভাগীদার থেকে বন্চিত হলাম। তবে যে ঘটনার জন্য এত কথা বললাম এবার সেটা বলি।

তখন আমরা দশম শ্রেণীতে। জানুয়ারির 7 তারিখ। আমাদের বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন বিধুবাবু। রহড়া মিশনের জন্মলগ্ন থেকেই শিক্ষক। দ্বিতীয় পিরিয়ড বাংলা ব্যাকরণ। বিধুবাবু আসবেন। ণত্ববিধান ষত্ববিধান পড়া করে আসতে বলেছিলেন। আগের রাতে দুলে দুলে পড়েছিলাম। কিন্ত কিছুতেই মনে রাখতে পারছিলাম না। অবশেষে শীতের নিশীথে ব্যাকরণ কে হারিয়ে লেপের জয় হল। যা হয় হবে বলে নিদ্রাসাধন। এইবার সেই মুহূর্ত! কি হয় দেখার কৌতুহলে দুরু দুরু বক্ষ। তিনি এলেন। ঢুকেই সামনের বেন্চের একজন কে পড়া ধরলেন। সে ব্যর্থ। এই ভাবেই চলছে ব্যর্থতার বহমানতা। যারা পারছে না তারা দাঁড়িয়ে। দশমিলে করি কাজ। তাই সে দলে আমিও। সবার মতন আমার কাছেও জবাব তলব হল। অম্লান বদনে দায় পিতৃ স্কন্ধে স্থাপন করলাম। বাবা বই কিনে দেয় নি। ভাবলাম এ যাত্রায় নিষ্কৃতি পেলাম। কারন মাত্র দুজন বাদে আমরা সবাই ব্যর্থ দলে। সবাই ধরে নিয়েছিলাম শাস্তি হবে না। কিন্ত তিনি যে বিধুবাবু! হুঙ্কার দিলেন "ক্যাপ্টেন টা কে রে"? সে নিজেও দন্ডায়মান। তার প্রতি আদেশ হল, "যা বেতের বাক্সটা নিয়ে আয় "। কালিদাসের নবতম সংস্করণ ওর মধ্যেই দেখতে পেলাম। সত্যি সত্যিই ও বেতের বাক্স নিয়ে ঢুকল! এবার শুরু হল বেত্রাঘাত পর্বের। মনে হচ্ছিল কোন জাগ্রত কালি মন্দিরে সার সার মানতের পাঁঠা বলির অপেক্ষায় প্রহর গুনছে "তাদের দলের পিছনে আমিও আছি... ..."। বোঝার চেষ্টাই করছিলাম কোন রাস্তায় বিপদের মাত্রা কমে! প্রথম জনের ডাক পড়ল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হুকুম এল "হাত পাত "।সে হাত পাতল। বিদ্যুত গতিতে বেত হাতে আছড়ে পড়ার আগেই তার হাত স্থান বদল করল। হাওয়া কেটে শূণ্যে আছড়ে পড়া সে আওয়াজ আজও শুনতে পাই! ফস্কে যাওয়া শিকারের সন্ধানে শিকারীর ক্ষিপ্রতায় ক্ষিপ্ত সেই বৃদ্ধ শিক্ষক ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ছিঁচকে তস্কর প্রহারের একটা সংস্করণ দেখতে পেলাম। শরীরের যতটুকু অংশ বাইরে আছে সেখান থেকে রক্ত ঝড়া শুরু হল। আমরা ভাবলাম এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম। কিন্ত বিধি বাম। ঈশ্বর সম্ভবত কানে হেডফোন গুঁজে অন্য কর্মে ব্যস্ত ছিলেন! তাই আমাদের গণ প্রার্থনার কোন ফল হল না। পরের জন এত্তেলা পেল। আমি কল্পলোকে গেলাম। ভাবতে শুরু করলাম আমি সৈনিক। দেশের জন্য লড়াই করছি। শরীরে গুলি লেগেছে। সুতরাং বেত আমার কি করবে! একসময় আমার ডাক এল। শিক্ষক আমাকে ছাত্র দেখলেও তখন আমি মিলিটারি। সামনে যেতেই রণহুঙ্কার। "বাবা তো বই কিনে না দিয়ে অপরাধ করেই ফেলেছেন। তা কাল বিকালে আশ্রমের ছেলেদের কাছ থেকে পড়া লিখে নিয়ে যেতে পার নি? বিকালে খেলার কথা ঠিক মনে ছিল! "হাত পেতে বেত্রাঘাত প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালাম। আকাশ থেকে অশনি এল বেতের রূপ নিয়ে। বাঁ হাতের পাতায় প্রথম আঘাতেই গুলিবিদ্ধ জওয়ান শহীদ হল। আমি আবার ছাত্রের ভূমিকায়! মনে হল একটা তীব্র বৈদ্যুতিক প্রবাহ হাত থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর মস্তিষ্ক কেমন যেন অসাড় হয়ে গেল। রোবটের মত আরও কিছু আঘাত সয়ে যখন নিজের জায়গাতে বসলাম মনে হল হাত কেমন যেন সুড়সুড় করছে। তাকতেই দেখি রক্ত পড়া শুরু হয়েছে। যখন গুলিবিদ্ধ হলাম তখন কিছুই হলনা অথচ সামান্য বেতেই রক্তপাত! এরপরেই একটা তীব্র ব্যথার জোয়ার এল শরীর জুড়ে। একসময় ক্লাস শেষের ঘন্টা পড়ল। দুজন ছাড়া গোটা ক্লাস রক্তাক্ত। আহত ।ক্লাস ছাড়ার আগে বলে গেলেন " এই পড়াটাই কাল কে থাকবে। যে কাল আসবি না সে পড়া পারলেও অনুপস্থিতির জন্য মার খাবি"। পরের ক্লাস ইতিহাসের। নোট নিতে হবে। কিন্ত হাত ফাটিয়ে আমরাই তখন ইতিহাস গড়েছি। শিক্ষক নোট নিতে অক্ষমতার কারন জেনে হেডমাষ্টার মহারাজ কে ডেকে আনলেন। তিনি ডাকলেন আশ্রমের ডাক্তার কে। শুশ্রূষা পেলাম। বাড়ি ফিরে সহানুভূতির বদলে পেলাম তিরস্কার। আশ্চর্যের ব্যাপার বেত কিন্ত পড়া করিয়ে নিয়েছিল! পরের দিন পুরোটাই পেরেছিলাম।

জীবন রবি যখন অস্তাচলের দিকে তখন বড্ড অনুতাপ হয়। তখন, সেই মুহূর্তে সেই শিক্ষকের মৃত্যু কামনা করেছিলাম। আজ মনে হয় চিৎকার করে বলি, স্যার আপনার বড্ড প্রয়োজন ছিল এই মূল্যবোধহীন ক্ষয়িষ্ণু সমাজে।কারন আজ ওই বেতের বাক্সটা হারিয়ে গেছে।

বন্ধুগণ

তন্ময় চক্রবর্তী

তখন ছিল কিশোর বেলা
বন্ধু যত ক্লাশ জুড়ে
ছুটির ঘন্টা বাজল যখন
কে যে কত, ঠিক দূরে।

নিরুদ্দেশের ঠিকানা নেই
ভাঙছি সিঁড়ি , দূরের মাঠ
বয়স ভুলে পাকা চুলে
সে বন্ধুকেই খুঁজছি আজ

ঘর সংসার প্রেম পরিবার
সুমন শুভ ডাকছে
এক শরতের মধ্য দুপুর
সে সব কথাই ভাবছে

স্কুলের মাঠে থমকে আছে
কত খেলার গল্প
মনে পড়ছে ঘামের গন্ধ
টিফিন চুরি অল্প

অংকে কে কে শূন্য পেল
খাতা দেখার মরশুম
সাদা জামায় ছিটিয়ে কালি
জমিয়ে দিল ক্লাশরুম

মঞ্চ কাঁপায় ঘোষ মৌলিক
তবলা বাজায় দীপংকর
গানের খাতায় অমিতাভ
দেখা হবে? আসছে জ্বর

আজকে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে
একটু বাদেই রেইনি ডে
ভিজতে ভিজতে অন্ধকারে
হারিয়ে গেলাম কোথায় কে?

বাড়তি রোদে একলা মাঠে
চুটিয়ে খেলে ফুটবল
অপেক্ষাতে থাকত একা
সেকেন্ড টিফিন,টিউকল

প্রশ্ন ছিল যমের মত
টার্মে টার্মে খুব কঠিন
এখন যেন ফুরফুরে সব
স্কুলের দিনটা খুব রঙিণ

ইন্দ্র শুনি বিখ্যাত খুব
উড়ে আসছে অমিত লোধ
কার কাছে কি পাওনা বাকি
চুকিয়ে নিও সে শোধ বোধ

সুরজিতের সঙ্গে ওটা কে
ফিল্মি বন্ধু রাজা?
শুভেন যে গান শুনিয়ে যাচ্ছে
বাজা বেঞ্চি বাজা

রাজীব শুধু ইংরেজিতে
আসবে সবাই কে জানত
একশো যদিও পেত সুমন
অংক পড়ান মহান্ত

বাকি যারা বিখ্যাত নাম
আমি তো ভাই মিডিওকার
আমায় যে ভাই লিস্টে নিলে
সে আনন্দেই পগারপার

ডাক দিয়েছে বন্ধুরা সব
আসছি ছুটে পথ ভুলে
সবার নাকি উঠবে ছবি
ছাত্র হব ইস্কুলের

আয় চলে আয়

প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮১)

কি
কান্ড
প্রকান্ড
লন্ডভন্ড
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
খড়্গপুর খড়্গ হস্ত
যাদবপুর খন্ড খন্ড।।
আমরা আছি ভাতৃবোধে,
সাধন অসীম শান্তি অখন্ড।
উজ্জ্বল সব জ্যোতিষ্ক সকল একলা এক সেপ্টেম্বরে, '৪৪ শে
একলা এক পুণ্যানন্দ রডার "ডেনে" এই রহড়ায়...
পরশপাথর এই স্বামীজী বদলে দিলেন এক লহমায় ।
৫ খানা মাঠ, ১০ টা পুকুর ৯ নয়টা বিদ্যাভবন।
ফের মিলে যাও পুনর্মিলন।
মায়ের ডাকে আয় চলে আয়,
ঠাকুর ডাকেন আয় চলে আয় ,
স্বামীজী ফের দেবেন অভয়।
সেপ্টেম্বরে এই '২৩ এ,
তারিখ
তিন
তা ধিন্ ধিন্

গন্ধ-দুয়ার খুলে দেখি

বৈজয়ন্ত চক্রবর্তী

মগজে স্মৃতিরা পা ফেলে চোখ আর কানের দুই পথ দিয়ে। সাধারণত। আমার গন্ধ মনে আসে। জানি না কেন। স্বপ্নেও গন্ধ পাই, তা দিনে হোক বা রাতে। তাজা দূর্বাঘাস আর শ্যাওলা মেশানো মন-খারাপের গন্ধ এলেই চলে যাই আমার ছেলেবেলার এজমালি বাড়ির চৌকো উঠোনে। সেখানে হলুদ কলকে ফুলগুলো ঝরত টুপটাপ। বড়রা বলত ওদের বোঁটায় বিষ থাকে। কাঠের জানলা-দরজার নতুন রঙের একটা তেজালো পেট্রোলময় গন্ধ আছে। সেটা আমায় নিয়ে যায় উত্তর কলকাতার লিকলিকে সরু গলিতে, যখন আমি একরত্তি। সেই রামবাগান, মানিকতলা লেন, বিডন স্ট্রিটে, শ্রীমানি বাজারের সঙ্গে জড়িয়ে অছে আরও একটা গন্ধ। হলুদগুঁড়ো পেষাইয়ের। এখন তেমন দোকান হয়তো কলকাতা শহর থেকে উঠেই গেছে।

স্কুলটারও নানা রকম গন্ধ ছিল। বিশেষ করে মন্দিরের। শিশুকাল থেকে ধূপের গন্ধে অ্যালার্জি। মন্দির বলতেই যে গন্ধটা পাই, তাতে নিশ্চয়ই ধূপও মিশে থাকত, কিন্তু ও ভাবে সে গন্ধটাকে বোঝানো যাবে না। বাইরের জগৎ থেকে অন্য রকম, একটু ভারী, ঝিম ধরিয়ে দেওয়া। কখনও মেঝেতে একফোঁটা ধুলো দেখিনি, বসলে মনে হয় ঠান্ডা শীতলপাটি। হঠাৎ একগুচ্ছ কচি স্বর প্রাণপণে গেয়ে ওঠে, "বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ওই যে ডাকিছে আয় রে আয়/ আহ্বানে তাঁর আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়।"

আবার সে গন্ধটা ফিরে আসত হাই স্কুলের সামনে। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি। তবে অনুভূতিটা যতটা না শান্তির, তার থেকেও বেশি উদ্বেগের। কড়া নজরদারির শুরু এখান থেকে। লেট হলে তো কথাই নেই। একই গন্ধ কত রূপ নিয়ে আসে!

আর এক রকম গন্ধ ছিল বিবেকানন্দ হলের। স্টেজের কাঠ, পর্দার কাপড়, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ আর সারদা দেবীর মূর্তির সামনের ফুল, সব মিলেমিশে প্রবল উদ্দীপনা। মঞ্চের প্রায় সব কোণই চেনা হয়ে গিয়েছিল। কখনও ঘোষণায়, বক্তৃতা বা বিতর্ক কম্পিটিশনে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে, উইংসের পাশে প্রম্পট-এ, ফুটলাইটের সামনে নাটকে এবং রিহার্সাল দিতে দিতে গ্রিনরুমে। শীতাতপনিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত ছিল না। এখনও অনেক হলে যেতে হয়, কিন্তু সে গন্ধটা হারিয়ে গেছে। ওই উত্তেজনা মনে হয় জীবনের একটা পর্বেই থাকে, একেবারে কাঁচা, সতেজ, তার পর তার রং-গন্ধ সবই পাল্টে যায়।

আর এক রকম গন্ধের ঘোর ছিল স্কুলের বাইরে। মিশনের বেকারির বিস্কুট আর পাউরুটির তাজা গরম গন্ধ, খিদেটা চনমন করে ওঠে। স্কুলজীবনের প্রথম দিকে যখন বাঁধা রিকশায় বাড়ি যেতাম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হত চিত্তদার দোকানের সামনে (আশা করি স্মৃতি নামের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না)। সেখানে সেঁকা কোয়ার্টার পাউন্ডের সঙ্গে মিশে যেত শুকনো লঙ্কাওয়ালা আলুর দম আর ঘুগনির গন্ধ। আমরা যদিও খদ্দের ছিলাম ইলেকট্রিক নুন আর হজমি গুলির। বইয়ের গন্ধকে ভালোবাসার অভ্যেসের অনেকটাই তৈরি হয়েছিল বিবেকানন্দ বুক হাউসের কাউন্টারে আর ডিসট্রিক্ট লাইব্রেরির সারি সারি আলমারির সামনে।

সন্ধের আধো-অন্ধকারে মিশনপাড়ার গলিতে প্রতি দিন আশ্রম থেকে ভেসে আসা "খণ্ডন ভববন্ধন"-র মধ্যে একটা ডিপ্রেশনের ভাব ছিল, যা কেন, তা বুঝিয়ে বলা যাবে না। কিন্তু তা চাপা পড়ে যেত লাইব্রেরির পুরনো কাগজের পাতায়। আর ভবনাথ বালিকা বিদ্যালয় ছিল লুকনো সেই গন্ধ, যা কারও কাছেই আসলে ছিল না, কিন্তু সকলেই বানিয়ে নিত নিজের মতো করে।

ক্লাসরুমের সত্যিই তেমন আলাদা কোনও গন্ধ ছিল না। সেখানে বরং দেখা আর শোনার ভাগটাই বেশি- অলোকবাবুর নিঁখুত বৃত্ত, জিজি-র রঙিন চক, রমেনবাবুর উদ্ভট রসিকতা, সন্তোষবাবুর হাই-পাওয়া চশমা এবং ততোধিক হাই-পাওয়ার "এক্সট্রা", এসকেজি-র অ্যারো দিয়ে লেখা নানা ইতিহাসের নানা কারণ, গোপালবাবুর খাতা চেক করার নামে সাদা পাতা নষ্ট করা, জিজিবি-র "ইডিয়োমেটিক" ইংলিশ এবং এআর-এর বোতাম-খুলে কলার-তুলে বসা। অবাক কাণ্ড যে এখনও ক্লাসরুমের যে গন্ধটা পাই, সেটা চেরা কাঠের, এবং যে চল্লিশ মিনিট (?) ছিল অসহ্য ও বিরক্তিকর। ক্লাস সেভেনের ওয়ার্ক এডুকেশনে একদম কোণার ঘরে চলত সেই ক্লাস। শিক্ষকমশায়ের যে নামটা এখনও মনে আছে, সেটা ম্যাগাজিনে লেখার উপযুক্ত নয়। এখন "বয়স হচ্ছে বলেই বোধ হয় মাঝেমাঝে একলা লাগে"। তখনই ভিড় করে আসে গন্ধরা। তারা চিরতরে হারিয়ে গেছে, আবার হারিয়ে গেছে বলেই বোধ হয় সকলের থেকে আলাদা হয়ে বেঁচে আছে। মফস্সলের বালক যখন প্রথম অবাক চোখে ধর্মতলার আমিনিয়ায় ঢুকেছিল, মুঘলাই খাবারের সেই অদ্ভুত গন্ধটা আর সে কোথাও পায় না, কলকাতার কোনও নাম-করা রেস্তোরাঁয়, এমনকী এখনকার আমিনিয়াতেও। আর পায় না বলেই সে গন্ধটা বেঁচে থাকে। ঠিক মন্দিরের সেই গন্ধটার মতো, যা ঘোর নিরীশ্বরবাদীর কাছেও স্বস্তির নস্টালজিয়া।

একটি স্নায়ুরোগ বা নিছক ভূতের গল্প

Dr. Kallol K. Dey, Batch of 1987

vশীতের হিমেল সন্ধ্যে। নিস্তব্ধতা চিরে হটাত শঙ্খধ্বনি। সেই সঙ্গে অনেকের চিৎকার। একজন মহিলার 'ভর' হয়েছে। তিনি কাঁদছেন। তাঁকে ঘিরে অনেক মানুষজন যারা ভগবানের নাম করছেন। একটু পরে মহিলা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি চলতেই থাকলো। এবার ভাবুন আরেকজনের কথা। এক অল্পবয়সী মহিলাকে একজন হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাড়ির সামনের উঠোনে নিয়ে এলেন। সেখানে ঘট বসানো, ধান, দূর্ব, সিঁদুরও আছে। যিনি টানছেন তাঁর হাতে একটা ঝাঁটা। জানা গেল এই মহিলাকে ভূতে ধরেছে। ছাড়ানোর দাওয়াই ঝাঁটা পেটা করা। এখনও এই একবিংশ শতাব্দীতে একটি বিশেষ স্নায়ুরোগের চিকিৎসা এই ভাবেই হচ্ছে। রোগটি সম্বন্ধে নানা কুসংস্কার এখনও বর্তমান। শুধু গ্রাম কেন, শহর থেকে শহরতলী অনেকেই খুঁজে চলেছেন প্রতিকারের মাদুলি। এখানে একটি উদাহরণ দিলাম কেমন হয় Epilepsy র attack বা convulsion বা seizure। CCTV তে ধরা পড়েছিল আমার রোগীর এপিলেপ্সি, যা দেখতে ইন্টারনেটে browse করুন http://bit.ly/ViewEpilepsy.

এপিলেপ্সি বা মৃগী রোগ একটি সামাজিক ব্যাধিও বটে। এর কারণে ঘরে ঘরে ঘটে যায় নানাবিধ অশান্তি যা থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ, মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মতো দুর্ভাগ্যজনক সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দেয়। কিন্তু এটি অন্যান্য স্নায়ুরোগের মতই চিকিৎসাযোগ্য এবং সারিয়ে তোলার মতো অসুখ মাত্র।
প্রতিনিয়ত এপিলেপ্সি আক্রান্ত রোগীদের সান্নিধ্যে আসার সুবাদে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় আমাকে। নিচে প্রশ্নোত্তরের আকারে দেওয়া বর্ণনা পড়লে এই রোগের ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণা দূর হবে এবং সঠিক চিকিৎসাজনিত পদক্ষেপ নিতে সাহায্য পাবেনঃ

প্রঃ খিঁচুনি রোগ, সন্ন্যাস রোগ, ফিট হওয়া, মৃগীরোগ বা এপিলেপসি ঠিক কি?
উঃ এই রোগ হচ্ছে বারংবার সিজার (seizure) এর কারণে ঘটে যাওয়া একটি বিকৃত শারীরিক অবস্থা। এই সিজারগুলির কারণ হচ্ছে মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ। এর কারণে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে বা অদ্ভুত আচরণ করতে পারে। এটি যে কোন বয়সে দেখা দিতে পারে।

প্রঃ হিস্টিরিয়া কি?
উঃ এটি এক ধরণের স্নায়বিক আক্রমণ যাতে মাথা, ঘাড় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক সঞ্চালন দেখা যায়, অনেকটা মৃগী রোগের মতোই। কিন্তু মৃগী রোগের সঙ্গে এর বহিঃপ্রকাশ, কারণ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। মানসিক চাপ থেকে হিস্টিরিয়া হয়ে থাকে।

প্রঃ সিজারের লক্ষণ কি?
উঃ সিজার কয়েক রকমের হয়। প্রত্যেকটির লক্ষণ আলাদা। বেশীরভাগ সিজারই কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। যারা "Tonic clonic" বা "Grand Mal" সিজারে আক্রান্ত হন তাঁরা অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। অথবা শরীর শক্ত হয়ে খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। অন্য প্রকারের সিজারের বহিঃপ্রকাশ কম। যেমন কারোর একটি হাত বা মুখের এক পাশ কাঁপতে পারে। কেউবা হটাত কথায় সাড়া না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে কিছু মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন। কখনও কেউ কেউ সিজারে আক্রান্ত হতে চলেছেন তা বলতে পারেন। কেউবা কোন ধরণের গন্ধ পেয়ে থাকেন। এই অনুভূতি বা গন্ধ পাওয়াকে বলে "Aura", বাংলা করলে "অলৌকিক আবেষ্টন" বলা যেতে পারে।

প্রঃ তড়কা কাকে বলে?
উঃ পাঁচ / ছয় বছরের কিছু বাচ্চাদের বেশী জ্বর হলে এক ধরণের কাঁপুনি দেখা দেয়। একে বলে febrile sezure। এটি যদিও মৃগী রোগ নয়, কিন্তু পরবর্তী জীবনে এদের মৃগী রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই তড়কাকে অবহেলা করবেন না। এর যেন সঠিক চিকিৎসা হয়।

প্রঃ মৃগী রোগাক্রান্ত কেউ কি গাড়ি চালাতে পারবেন?
উঃ দেশ এবং প্রদেশ ভেদে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট আইন আছে। তবে বেশ কিছুদিন সিজার না হলে, চিকিৎসকের অনুমতি সাপেক্ষে গাড়ি চালানো যেতে পারে।

প্রঃ মৃগী থাকলে গর্ভধারণ করা কি উচিত?
উঃ গর্ভধারণের আগে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তিনি কিছু ওষুধের পরিবর্তন করতে পারেন বা উপযুক্ত ভিটামিন যোগ করতে পারেন। তবে নিজে থেকে ওষুধের কোন পরিবর্তন করবেন না।

প্রঃ কারোর মৃগী রোগ থাকলে এ ছাড়াও রোগীর কি করা উচিত?
উঃ মৃগী রোগ আছে এই মর্মে লেখা কোন ব্যাজ বা বন্ধনী হাতে পরে থাকা ভালো। তাতে আক্রমণের সময় পাশের লোকজন সঠিক কারণ বুঝতে পারবে। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের জানিয়ে রাখতে হবে আক্রমণের সময় যাতে কোন আঘাত প্রাপ্তি না ঘটে বা মুখের ভেতর কোন জিনিস না থাকে এবং তা কতক্ষণ ধরে চলছে তা খেয়াল করে এ্যাম্বুলেন্স ডাকার ব্যাবস্থা করতে হবে।

আপনাদের এপিলেপ্সি সম্বন্ধে আরও কিছু প্রশ্ন থাকলে ই-মেল করুনঃ drkkdey@gmail.com বা পত্রপাঠ সম্পাদকীয় দফতরে জানান। আগামীতে কি নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয় তা জানাতে ভুলবেন না।

Dr Kallol K Dey
www.neurologyindia.net

আলো

শমীন্দ্র ভৌমিক

ঠিকরে পড়ছে আলো
আমার মনের মধ্যে আলো
আমার আকাশ জুড়ে চাঁদ
আজ উচ্ছ্বাসে আহ্লাদ
ঠিক দীপান্বিতাও তাই–
যেন পুরো আকাশটাই
আমায় বলছে বারংবার
আজ খুশিতে মাতবার।

দ্যাখো আকাশ জুড়ে চাঁদ
যেমন ঈদের আনন্দে,
ঠিক তেমনি দীপাবলি
প্রদীপ জ্বালাবে সন্ধেয়।

এই নীল আকাশের নিচে
আমরা আছি পরস্পর।
যেন ঘরের মধ্যে ঘর।
কেবল ঘরের মধ্যে ঘর।`

আমরা।।

রূপেন দাশ।

আমরা গনতন্ত্রের কথা বলি
গনতান্ত্রিক হতে পারি না।
আমরা ধর্মের কথা বলি
ধার্মিক হয়ে উঠি না।
আমরা ভালোবাসার কথা বলি
ভালোবাসতে তেমন পারি না।
আমরা মায়ের কথা বলি
নারীকে সম্মান করতে পারি না।
আমরা বন্ধুত্বের কথা বলি
বন্ধুত্ব রাখতে পারি না।
আমরা বিকাশের কথা বলি
বিকশিত হতে পারি না।
আমরা দেশের কথা বলি
দেশজ হয়ে উঠতে পারি না।
আমরা সমন্বয়ের কথা বলি
সমবেত হতে পারি না।
আমরা গড়ার কথা বলে
ভেঙে খান খান করি ।
আমরা, “আমরা”আমরা”করি
কিন্তু আমিত্ব নিয়েই থাকি।।

ধর্মাবতার

নীলাদ্রি মজুমদার (২০১২ মাধ্যমিক)

হতাশার বাণী নীরবে নিভৃতে
কেঁদেছে যখন সংগোপনে,
শারদ প্রাতের অরুণ আলোক,
ডাক দিয়েছিল ঘরের কোণে।

পথের বাঁকেতে কণ্টকরাজি
হেলায় করেছ তুচ্ছ,
লক্ষ্যপূরণে অবিচল তুমি,
পুষ্প বরণে পূজ্য।

অত্যাচারীরা কাঁপে থর থর
তোমার ভীষণ হুঙ্কারে,
‘শান্তির ঘুম কেড়ে নেব আজ’,
বার্তা পাঠালে টঙ্কারে।

গণশত্রুর বুকে দিলে ভয়
জনতাকে দিলে আশ্বাস,
প্রখর রোদের মরুমায়াতেও,
জোগালে জলের বিশ্বাস।

প্রণাম তোমায় ধর্মাবতার
যুগের সফল যোদ্ধা,
এই উপহারে ললাট রাঙিও,
চরণ কমলে শ্রদ্ধা।

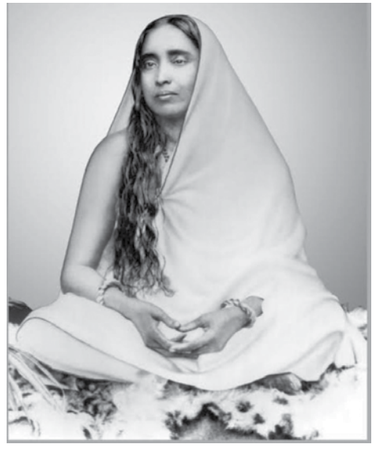

Adieu! O soldier,
Arighna Goswami (2014 Madhyamik)

When I am playing a game
Safe and secure in virtual state,
You are at the border
Playing a real game of life and death.

Goodbye ! Dear soldier,

I saw a Mother burst out into tears
I watched a Father,A son,A daughter
They were screaming for justice.
Which kind of Justice??
Different colour of politics!
Different opinions,Candel marches!
Nope!They just want back their
Loved one..!
May be we will forget this
After a crispy gossip.
But those people who lost
 their own blood
They can't.
The only thing is that we should not
 forget those bloodsheds
do justice to their sacrifice.
They only lived once but shall stay forever
In our mind,in our heart..
In the history, of the Nation for their met-
tlesome heroism.
The superheroes, who don't fight for any
fame
So,take the final rest,
My dear Soldier
Your brothers will win for you
The next Battle Game..

Adios ! O Soldier.

চার বেদের মধ্যে আমি সাম বেদ” :

ডাঃ ইন্দ্রনীল আইচ

গীতার দশম অধ্যায়ের (বিভূতি যোগ) সতেরো নম্বর শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, “হে বাসুদেব, কোন রূপে আরাধনা করলে আমি তোমাকে পুরোপুরিভাবে জানতে পারবো?” উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন, “হে অর্জুন, আমার রূপের তো অন্ত নেই, তাই এই চরাচরে বর্তমান কয়েকটি রূপ তোমাকে বর্ণনা করছি...তুমি শোনো। আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু...দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র...ইন্দ্রিয়দের মধ্যে আমি মন...জীবসত্ত্বার মধ্যে আমি চেতনা...রুদ্রের মধ্যে আমি শিব... রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের...পর্বতের মধ্যে আমি সুমের... সেনাদের মধ্যে আমি কার্তিক...জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর... মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু...স্থবিরদের মধ্যে আমি হিমালয়... বৃক্ষদের মধ্যে আমি অশ্বত্থ...মানুষদের মধ্যে আমি সম্রাট... দণ্ডদাতাদের মধ্যে আমি যম...অস্ত্রদের মধ্যে আমি বজ্র... অস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি পরশুরাম...অক্ষরদের মধ্যে আমি অ-কার...সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ...তর্কের মধ্যে আমি সিদ্ধান্ত...সৃষ্টির মধ্যে আমি ব্রহ্মা...হরণকারীদের মধ্যে আমি মৃত্যু...প্রবঞ্চকদের মধ্যে আমি দ্যুতক্রীড়া এবং চার বেদের মধ্যে আমি সাম বেদ”।

ওই একই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এমন উদাহরণ আরও দিয়েছেন, যা বলতে গেলে লেখাটা অনেক বড় হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা উদাহরণের অন্তর্নিহিত অর্থ এতোটাই ব্যাপক যে একই সঙ্গে বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের সম্যক জ্ঞান না থাকলে সেগুলি ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। আমি কেবলমাত্র “চার বেদের মধ্যে আমি সাম বেদ” কথাটি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছি।

আপনি প্রথমে একটা দৃশ্য কল্পনা করুন। শচীন তেন্ডুলকর ব্যাট করছেন, বল করতে চলেছেন গ্লেন ম্যাকগ্রা... উইকেটের পিছনে রয়েছেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। ম্যাকগ্রা রান আপ শুরু করবার আগে শচীন কি করছেন? তিনি প্রথমে স্কোয়ার লেগের দিকে তাকালেন...তারপর পয়েন্টের দিকে তাকালেন...তারপরে ক্রিজের দিকে তাকালেন...তারপর দুটো হাঁটু অল্প ভাঁজ করে পুনরায় সোজা করলেন...তারপর ব্যাটটা মাটিতে দুবার ঠুকে ব্যাক লিফট নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

এবারে তাকান ম্যাকগ্রার দিকে। ষোলো পা রান আপ ম্যাকগ্রার। পনেরো নয়, সতেরো নয়...ষোলো পা। প্রত্যেকবার তিনি ষোলো পা দৌড়ে আসছেন...উদভ্রান্তের মতো নয়...ছন্দবদ্ধ ভাবে। রান আপ থেকে ফলো থ্রু প্রত্যেকটা মুভমেন্ট প্রতি ডেলিভারির ক্ষেত্রে একইরকম।

এবারে গিলক্রিস্টকে দেখুন...প্রতি ডেলিভারির আগে দুবার (এক বা তিনবার নয়) গ্লাভসদুটো ঠিক করে নিয়ে তবেই বসছেন। আপনি যদি শচীন, ম্যাকগ্রা এবং গিলক্রিস্টের একশটি ডেলিভারি দেখেন, তবে প্রতিবারই এই একই ঘটনা দেখতে পাবেন...একেবারে কপি পেস্ট!

এবারে ভাবুন বরিস বেকারের সার্ভিসের কথা। সার্ভিসের আগে চার থেকে পাঁচবার বল ড্রপ খাওয়ানোর পরে চোখ জমির দিকে রেখে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে শরীরটাকে বার তিনেক দোলানোর পরে তিনি সার্ভিস করতেন। কেন?

প্রশ্ন...শচীন যদি স্কোয়ার লেগ বা পয়েন্টের দিকে না তাকান, তবে কি তিনি ব্যাটে বল লাগাতে পারবেন না? ম্যাকগ্রা যদি ষোলোর জায়গায় কুড়ি পা দৌড়ে আসেন, তবে কি তিনি বল ঠিক জায়গায় ফেলতে পারবেন না? গিলক্রিস্ট যদি নিজের গ্লাভস ঠিক না করেন, তবে কি তিনি বল ধরতে পারবেন না? বারতিনেক শরীর না দুলিয়ে কি বেকার সার্ভিস করতে পারতেন না? এগুলি কি কেবলমাত্র কুসংস্কার?

কারণ...শচীন, ম্যাকগ্রা, গিলক্রিস্ট বা বেকারের প্রতিবার অ্যাকশনের ঠিক আগের এইসব মুভমেন্টের ক্রমপর্যায় তাঁদের শরীরের মধ্যে একটি ছন্দ বা রিদমের সঞ্চার করতো, যার উপর নির্ভর করতো তাঁদের পারফরমেন্স। কিন্তু এই ছন্দের প্রয়োজন হয় কেন? আপনারা হয়তো জানেন, যখন কোনো খেলোয়াড় ফর্মে থাকেন না, প্রায়শই ধারাভাষ্যকার বলেন, “he is totally out of rhythm.”

যেকোনো কবিতাকে যখন গানে পরিণত করা হয়, তখন তার মধ্যে একটি সুর বা ছন্দের অবতারণা করা হয়। ছন্দ, তাল এবং লয়ের সমন্বয়ে গঠিত...এর সঙ্গে যখন সুর যোগ হয়, তখনই সেটা পরিণত হয় সঙ্গীতে। কবিতা আমাদের অনেকেরই ভালো লাগে...কিন্তু সেই কবিতা যখন সঙ্গীতে পরিণত হয়, তখন ভালোলাগার পরিমাণ আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়। সঙ্গীতের সুরমুর্চ্ছনা আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে এবং কখনও কখনও প্রকৃতিকে নাড়া দিয়ে যায়।

বেদ মূলত চার ভাগে বিভক্ত। ঋক, সাম, যজু এবং অথর্ব। ঋগ্বেদে প্রায় 10472 টি ঋক বা মন্ত্র আছে...মূলত এগুলি বিভিন্ন দেবদেবীদের উপাসনার মন্ত্র। যজুর্বেদ গদ্যাকারে লেখা, এতে বিভিন্ন যজ্ঞের পদ্ধতি বর্ণিত আছে...শ্লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। অথর্ব বেদ অনেক পরে রচিত...এতে বিভিন্ন কালা জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের পদ্ধতি বলা আছে। উল্টোদিকে সাম বেদের নিজস্ব শ্লোক সংখ্যা মাত্র 85! তাহলে সাম বেদে আর আছেটা কি? আপনি শুনলে অবাক হবেন, ঋক এবং যজুর্বেদে বর্ণিত শ্লোকসমূহ কি ভাবে কোন ছন্দে উচ্চারণ করতে হবে তার বর্ণনা দেওয়া আছে! ব্যাপারটা কিরকম?

হিন্দুধর্মে সর্বাধিক প্রচলিত মন্ত্র “ওঁ নমঃ শিবায়”। বিভিন্ন মন্দিরে এই মন্ত্র আমি শুনতে পাই...আপনারাও নিশ্চয়ই পান। আপনি শুনলে অবাক হবেন, এই অত্যন্ত কমন মন্ত্রটির জন্য এবং আরও অনেক মন্ত্রের জন্য এক একটি ছন্দ নির্দিষ্ট করা আছে যা আমাদের অধিকাংশেরই জানা নেই। কি সেই ছন্দ?

সাম বেদে যে ছন্দগুলির কথা লেখা আছে, সেগুলি যথাক্রমে বৃহতী, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, গায়ত্রী, ককুপ, উষ্ণিক, জগতি, ত্রিপাদ বিরাট গায়ত্রী, অত্যষ্তি, অতি জগতি, অতি শক্করি, পঙক্তি, দ্বিপদা পঙক্তি, মহা পঙক্তি। কিন্তু এই সমস্ত ছন্দ কতো মাত্রার বা এর সুর ঠিক কিরকম...তা নির্দিষ্ট করে লেখা নেই। এই সমস্ত ছন্দ হয়তো বৈদিক যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো...কালের প্রভাবে আজ ধ্বংসপ্রায়...যেটুকু অবশিষ্ট, সেটুকু রয়েছে লুপ্তপ্রায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের স্মৃতিতে!

জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে, যে কোনো কাজে “ছন্দ” জিনিসটা অপরিহার্য। ছন্দ যদি ঠিক থাকে, তাহলে ম্যাকগ্রা’র প্রতিটি বল “করিডোর অফ আনসার্টেনিটি” তে পিচ পরে, ছন্দ ঠিক থাকলে তবেই শচীন অফ স্টাম্পের বাইরের বল ফ্লিক করে বাউন্ডারির বাইরে পাঠাতে পারেন, ছন্দ যদি ঠিক থাকে একমাত্র তবেই ছিপছিপে চেহারার বেকার অবিশ্বাস্য জোরে সার্ভিস করতে পারেন। পরীক্ষার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে গ্রহ নক্ষত্রদের গতি...সবকিছুই ছন্দে বাঁধা...ছন্দ ছাড়া কখনোই কেউ সাফল্য লাভ করতে পারে না।

বলা হয়, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ব বেদে ঈশ্বরলাভের উপায় লেখা আছে। কিন্তু এই তিন বেদের শ্লোক কিভাবে, কোন ছন্দে উচ্চারণ করতে হবে, তা লেখা আছে সাম বেদে। প্রকারান্তরে বলা যায় ঋক, যজু এবং অথর্ব...এই তিন বেদ যদি রত্ন ভান্ডার হয়, তবে সাম বেদ হলো সেই রত্ন ভাণ্ডারের চাবি কাঠি...সাম বেদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে বাকি তিন বেদের পণ্ডিত হয়েও কোনো লাভ নেই। হয়তো সেই জন্যই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “চার বেদের মধ্যে আমি সাম বেদ।”

কিন্তু শ্লোকের শব্দসমূহের মধ্যে ছন্দের উপযোগিতা কি? আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম, ব্রীজের উপর দিয়ে কখনও সেনাবাহিনীকে মার্চ করতে দেওয়া হয় না। কারণ, সেনাবাহিনীর পা ফেলার কম্পাঙ্ক যদি ব্রীজের নিজস্ব কম্পাঙ্কের সঙ্গে মিলে যায়...অনুরণন বা রেসোন্যান্সের দরুণ ব্রীজটি প্রচণ্ডভাবে দুলতে দুলতে ভেঙ্গে পড়তে পারে। ভাবুন একবার! যে শক্তিশালী ব্রীজ কয়েকশো টন ওজন সহ্য করে, সামান্য কয়েকটা লোকের ছন্দবদ্ধ পা ফেলা সেই ব্রীজকেই ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। সুতরাং কিছু শব্দগুচ্ছের ছন্দবদ্ধ উচ্চারণ যদি মানুষ এবং ঈশ্বরের মাঝের প্রাচীরকে গুঁড়িয়ে দেয়...আমি অন্তত অবাক হবো না। একেই হয়তো বলে “শব্দব্রহ্ম”।

পুনশ্চঃ: “বিভূতি যোগ” এ শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, “সমগ্র সাম বেদের মধ্যে আমি ‘বৃহৎ সাম’, সমস্ত ছন্দের মধ্যে আমি ‘গায়ত্রী’”। ‘বৃহৎ সাম’ বলতে হয়তো উনি বৃহতী ছন্দের কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু পরের লাইনেই তিনি কেন নিজেকে ‘গায়ত্রী ছন্দ’ বলে পরিচয় দিয়েছেন...আমার ছোট মাথায় তা আসেনি।

অঙ্কুর কর্মকার
মাধ্যমিক ব্যাচ - 2012

কিভাবে লেখো তুমি,কবি?
কিভাবে চলো খানা খন্দ পেরিয়ে?
কিভাবে ভাবো সবুজের কথা।।
কিভাবে নিরাকার নিজ শবদেহ এড়িয়ে?

সাদা অংশ ধুসরে ছেয়েছে
মৃত্তিকা চেখে দেখে ভাসমান ধূলিকণা,
কই তাকে তোহ ছুঁতে পারোনা,
শুধু আলখাল্লা পরে বোতামে রেখে হাত,
কুপোকাত করে শব্দ বিনিময়ে ব্যস্ত ,
আমার চুপ করে থাকা চিৎকার শুনেছিলে কবে শেষ?
মনে পড়ে অবশেষে?

নাকি ভেতরের তাগিদটা বার খানি ঝাঁকিয়ে,
শূন্য কিছু খুচরোর আওয়াজ পেলে শেষমেশ?
ভারিবেশ লাগে শূন্যতা বলো মাঝে মাঝে?

ইস্তিরির ভোতা তালুতে ঠেকিয়ে হাত,
কুপোকাত হয়ে পড়ে আছো,উঠতে পারোনি আজও?
না পারা জমেছে, কথাও কমেছে আজে বাজে।

তোমার ভেতরে আমি বেড়েই চলেছি দিনে দিনে,
গুনে গুনে গুনেছি , তালিকায় বুনেছি,
কয়েকশো বছর ইতিহাসে।
চিনতে পেরেছো কবি অতীত কিসে ফিরে ফিরে আসে?

চলার শব্দে তুমি কুণ্ঠা দেখাও, থামার ধ্বনিতে তবু অস্থিরতা,
বলার শব্দে যদি গান গে...

Down Memory Lane

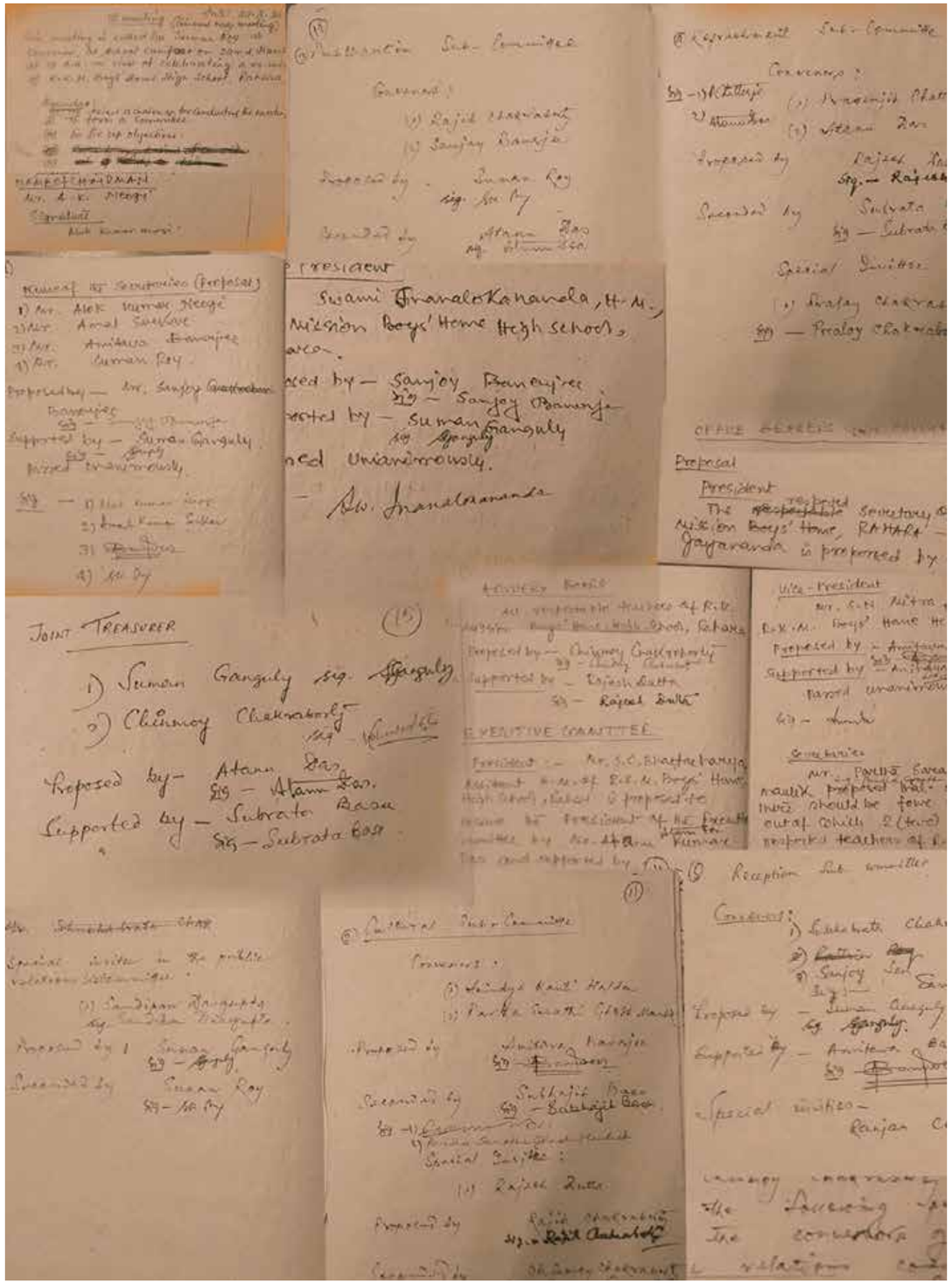

President

Swami Jnanalokananda, H. M., Mission Boys' Home High School, [illegible]

Proposed by — Sanjoy Banerjee
Sig — Sanjoy Banerjee
Seconded by — Suman Ganguly
Sig — Ganguly
Passed Unanimously.

Sw. Jnanalokananda

Joint Treasurer

1) Suman Ganguly sig. Ganguly
2) Chinmoy Chakraborty sig [illegible]

Proposed by — Atanu Das
Sig — Atanu Das.
Supported by — Subrata Basu
Sig — Subrata Basu

Executive Committee

Vice-President

Treasurer

Reception Sub-committee

Cultural Sub-Committee

Office Bearers

Proposal

Special Invitee

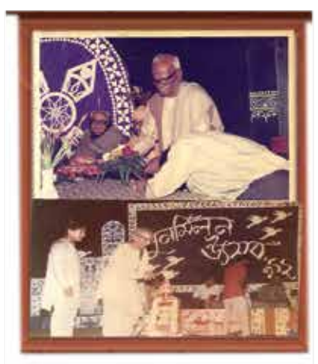

1977 madhyamik batch took part in several social welfare activities.
In 2018, we donated a computer to our school for the students. We are donating text books to number of needy students of class XI for the last two years. Besides these we contributed a good amount of money in different years and handed over that to Alumni for the help of poor people who were affected in corona, Amphan, Yash, flood etc

আরবার বারবার

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা। তোমাদের সকলের সাহায্যে আমরা লকডাউন চলাকালীন এবং আমফান পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। নিম্নোক্ত কাজগুলি আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি।

১. লকডাউন চলাকালীন আশ্রমের অন্নপূর্ণা প্রকল্পে চাল ও ডাল সরবরাহ। এখানে প্রতিদিন প্রায় চার শতাধিক মানুষের অন্নসংস্থান হয়েছে।

২. আশ্রমের থেকে মাধ্যমিক পাস করা এবং বর্তমানে সংলগ্ন অঞ্চলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রদের তিন মাস যাবৎ রেশন সরবরাহ।

৩. আমফান পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের মিনাখা ব্লকে ২০০ টি পরিবারের হাতে ১৫×১২ সাইজের ত্রিস্তরীয় ত্রিপল পৌঁছে দেওয়া।

৪. ১০০০০ লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং ৫০ বোতল জলশোধক পৌঁছে দেওয়া।

৫. প্রায় ৫০০ নতুন শাড়ি, ২৫০ নতুন গামছা এবং ৮০০ প্যাকেট পুরোনো পরিধানযোগ্য বস্ত্র (মহিলা ও পুরুষ) পৌঁছে দেওয়া।
৬. সুন্দরবনের প্রত্যন্ত আম্ফান বিধ্বস্ত অঞ্চলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সুবিধার্থে ২৫ টি বাড়ি বানানোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি।

এছাড়াও সারা বছর আমাদের নিজস্ব কিছু কর্মসূচী পালিত হয়।

১. প্রতি বছর মে মাসের চতুর্থ বা শেষ রবিবার গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকটের সমাধানের উদ্দ্যেশ্যে আমরা রক্তদান শিবির আয়োজন করি। প্রাক্তনী, সহৃদয় বন্ধুগন এবং আশ্রমিকরা মিলে আমরা প্রতি বছর এই কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করি।
২. মাধ্যমিকের পর মেধাবী, আগ্রহী এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছাত্রদের স্কলারশিপ দেওয়ার প্রকল্পটি আমরা বিগত ৪ বছর ধরে চালাচ্ছি। বর্তমানে ক্লাস ১১-১২ এর প্রায় ৫০ জন ছাত্রের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প চলছে। এর আনুমানিক বাৎসরিক খরচ ৬ লক্ষ টাকা।
৩. বিদ্যালয় এবং সংলগ্ন অঞ্চলে আমরা নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি চালাই।
৪. বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন ভিত্তিতে পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
৫. এছাড়াও প্রাক্তনী বা বর্তমান ছাত্র ভাইদের শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সময়ে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করি।
৬. আশ্রমের ফ্রী চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রয়োজন ভিত্তিতে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।
৭. আশ্রমের সাথে বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে আমরা প্রয়োজন ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে বিনামূল্যে ডাক্তার কনসালটেশন এবং ওষুধ বিতরণের আয়োজন করি।
৮. এছাড়াও সামগ্রিকভাবে নব্য প্রাক্তনী ছাত্রদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে আমরা সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করি।

তবে এখানেই শেষ নয়। আরো বেশ কিছুটা পথচলা বাকী আমাদের। তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমরা অপারগ। হাত বাড়াচ্ছি এই আশায় যে তোমাদের ভরসার হাত আমাদের হাতে এসে পড়লে আমরা আরও শক্তিশালী হবো। হাত পাতছি এই আশায় যে এই বিবিধ কর্মসূচি চালানোর ব্যয়ভার বহন করতে তোমরাও সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করবে।

Name: Alumni Association Rahara RKMBH High School
Bank: United Bank of India
Branch: Rahara
Acc no: 0346010120260
IFSC: UTBI0RAH949
অপেক্ষায় থাকলাম--
(যে কোনো প্রকার অনুদানের পর যদি আমাদের জানিয়ে দেন 9433011051 অথবা 8100906558 নম্বরে তাহলে উপকার হয়)

রামকৃষ্ণ মিশন

KHARDAH ROTARY
DIAGNOSTIC CENTRE
A Fair Price
Diagnostic Centre
At Your Service
Regd. No. - S/M/2392
Kalyan Nagar (Water Tank), P.O - Kalyan Nagar P.S - Rahara, Kolkata, 700112, 24 pgs(N)
Phone No. - 2568-4444, 2568-44445
Mobile No. - 6289420129, E-mail : krdc@yahoo.com
• Digital X-ray • USG
• Echocardiography
• Colour Doppler
• Computerised ECG • FNAC
• Haematology Hormon Assay
And All Pathological Tests
(Auto Analyser)
Service Is Our Moto
Technology • Accuracy • Economy

1973 BATCH

অমিত চক্রবর্তী

ডা. গৌতম মুখার্জি

শঙ্কর ঘোষ

আলোক মুখোপাধ্যায়

সন্দীপ চক্রবর্তী

মেজর জেনারেল প্রদ্যোত কুমার মল্লিক

নয়ন কুণ্ডু

ডা. রণবীর পাল

সুনীতি দাস

জয়ন্ত দত্ত

ডা. অরুণালোক চক্রবর্তী

তিমির বরণ চট্টোপাধ্যায়

রতন গুন

রবি সাহা

অসিত সিনহা

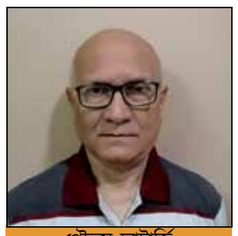
গৌতম চ্যাটার্জি

গৌতম চক্রবর্তী

অমিত কুমার বসু

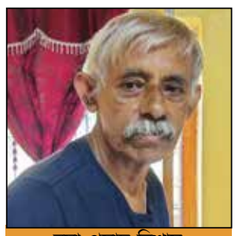
রমা প্রসাদ বিশ্বাস

1973-74 BATCH

ডা. গৌতম মণ্ডল 1974

ডা. সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি 1974

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় 1974

শৈবাল গাঙ্গুলি 1974

ডা. অসিত পাল 1974

ডা. ভাস্কর চক্রবর্তী 1974

অসীম ভট্টাচার্য 1973

সুদীপ গোস্বামী 1973

তরুণ চক্রবর্তী 1973

গৌতম সাহা 1974

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 1974

নীলোৎপল সাহা 1974

অমলেন্দু চৌধুরী 1974

অরবিন্দ কোনার 1974

ডা. মানবেন্দ্র নাথ বসু 1973

দেবাসীস বসু 1974

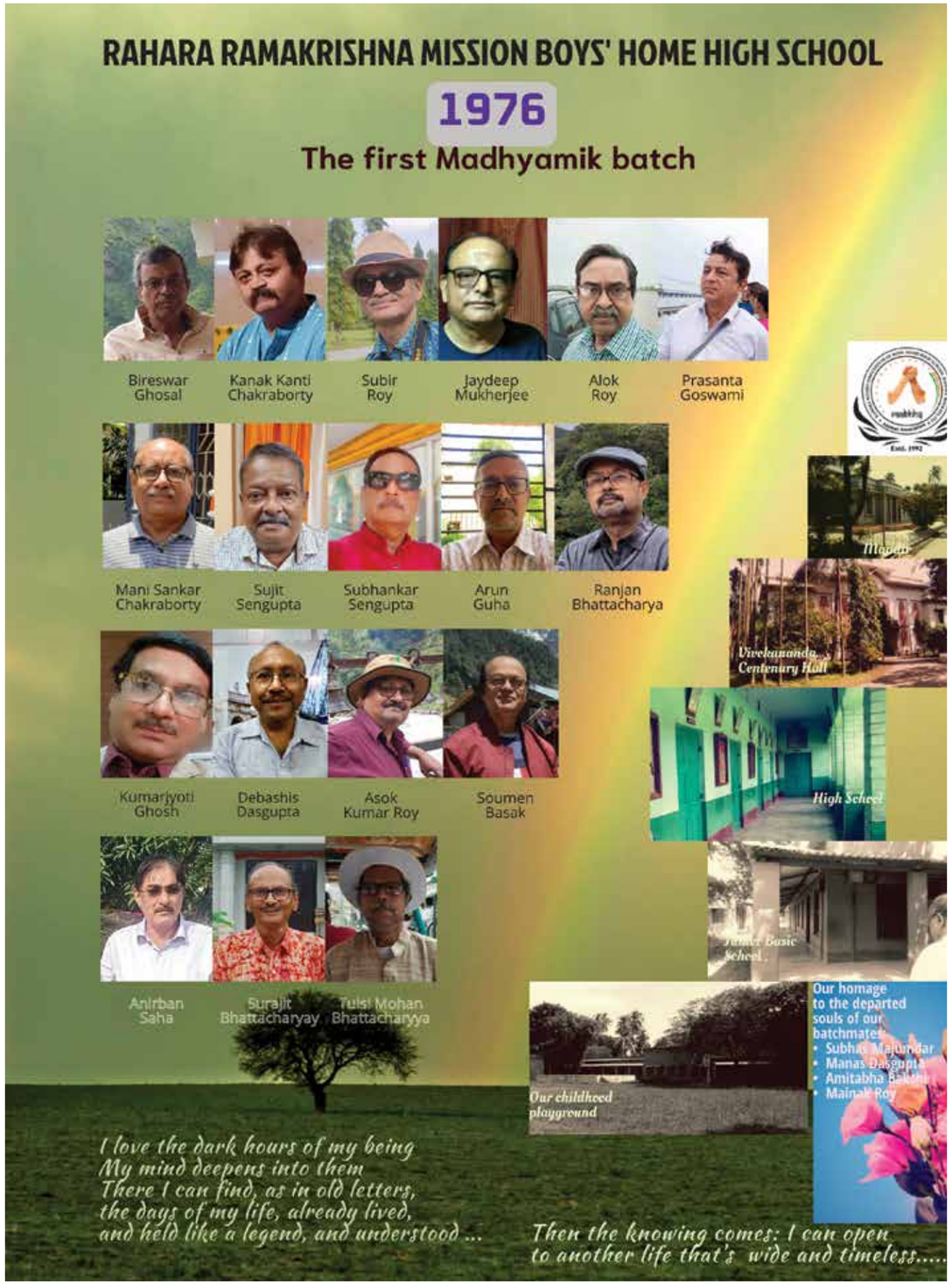

1981 BATCH

ডা:প্রবাল বীর

উজ্জল মৌলিক

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

অপুর্ব পাল,

অভিজিত দাস,

জয়ন্ত গুহ

রাহুল, আমেরিকা

.চন্দন দাস

দেবব্রত বাগচী

.অনিন্দ সেন

সুদীপ রায়

রাজীব সাহা

অরূপ রায়, সত্যজিত রায়, তপব্রত গাঙ্গুলী, পিন্টু ভট্টাচার্য

দেবাশিস চন্দ

দীপঙ্কর ব্যানার্জী

রাজকুমার চক্রবর্তী

ভাস্কর ভট্টাচার্য

অরুনাভ চৌধুরী

.ডা: শোভন কান্ত সেন

সৌমেন চক্রবর্তী

অমিত ভট্টাচার্য

কাঞ্চন সিমলাই

.প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়,

সুবীর রায়

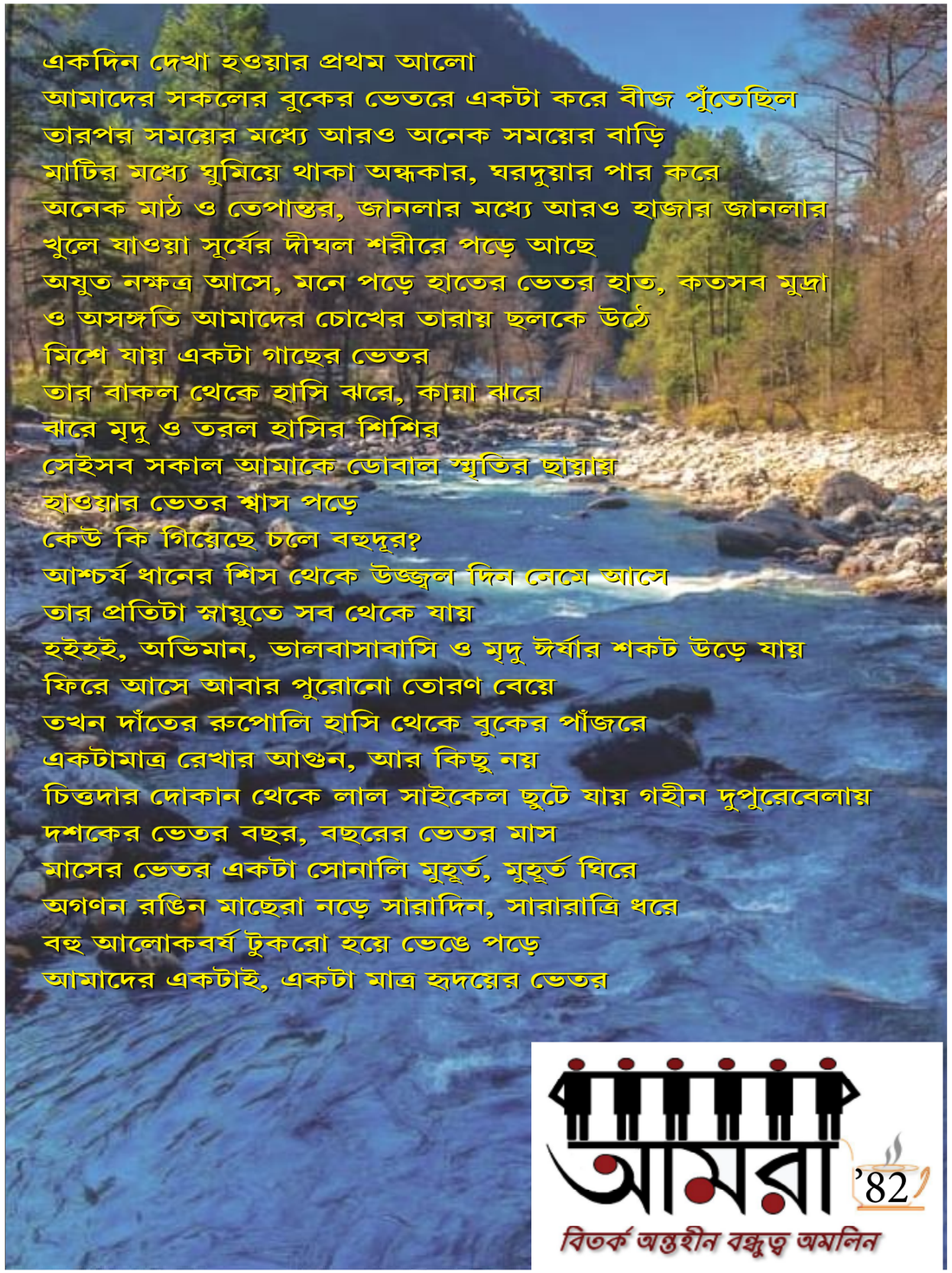

১৯৮২'র ব্যাচের সামাজিক উদ্যোগ

১৯৮২ সালে যারা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করার পরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে নিজেদের মধ্যে। সেই সূত্রে তারা তৈরি করেছে 'আমরা ৮২' নামে গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর উদ্যোগে ইতিমধ্যে কিছু সামাজিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙায় অবস্থিত 'প্রয়াস' নামে একটি সংস্থা দুঃস্থ কন্যাশিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। ওই শিশুদের এবং 'প্রয়াস'-এর উদ্যোগে পরিচালিত ফ্রি কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীদের হাতে শারদ উৎসবের সময়ে 'আমরা ৮২'-র তরফে গত দুই বছর তুলে দেওয়া হয়েছে নতুন পোশাক। সেই সঙ্গে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের স্বল্প খরচের চিকিৎসা কেন্দ্র

গুডউইলকে 'আমরা ৮২'-র তরফে দেওয়া হয়েছে চারটি শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। করোনা মহামারীর পর্বে বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সহযোগিতায় সংস্থার আগরপাড়া ক্যাম্পাসে ১৯৮৯ সালের মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা চালু করেছিল সেফ হোম। সেখানেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল 'আমরা ৮২'। ওই সেফ হোমে তাদের উদ্যোগে ব্যবস্থা করা হয়েছিল রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৫টি শয্যা ও একটি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরের। সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ৫টি পেডেস্টাল ফ্যান, ২০ জোড়া বালতি ও মগ, রোগীদের সামগ্রী রাখার জন্য ৫টি শেল্ফ, দু'শো মাস্ক এবং হরলিক্স।

DEWAN MEDICARE

always happiness delivered

ERCP | SCAN | DIALYSIS | NEPHROLOGY
ICU | DIGITAL X-RAY | OT | PATHOLOGY
PHARMACY | ENDSCOPY | COLONSCOPY

প্রাক্তনী ১৯৮৬ (মাধ্যমিক): রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম

অমিত লোধ

অমিতাভ ভট্টাচার্য

অমিতাভ ব্যানার্জী

অনির্বাণ ঘোষ রায়

অনির্বাণ সরকার

অঞ্জন বিশ্বাস

অতনু ভদ্র

অতনু দাস

চিন্ময় চক্রবর্তী

চিরদীপ দাস

দীপঙ্কর রায়

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী

জয়ন্ত সাহা

জয়ন্ত সেনগুপ্ত

কৌশিক বসু

মানস পালিত

মনোজিৎ ঘোষ

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস

নীলাদ্রি কর

নির্মাল্য ভট্টাচার্য

পার্থপ্রতিম বসু

পার্থ সারথি ঘোষ মৌলিক

পার্থ সারথি সেনগুপ্ত

প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী

রাজেশ চক্রবর্তী

প্রাক্তনী ১৯৮৬ (মাধ্যমিক): রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম

রবীন রায়

রাজেশ দত্ত

রাজীব চক্রবর্তী

সুমন গাঙ্গুলী

সুমন কুমার রায়

সন্দীপ দে

সঞ্জয় ব্যানার্জী

সঞ্জয় সেন

সঞ্জিৎ দাস

শঙ্খ ঘোষ

সপ্তর্ষি ঘটক

সত্যজিৎ ঘটক

শান্তনু ব্যানার্জী

সৌমেন ভট্টাচার্য

শুভব্রত চক্রবর্তী

শুভদীপ্ত পাল

শুভজিৎ বসু

শুভাশীষ দত্ত

শুভাশীষ ঘোষ

শুভাশীষ শূর

শুভেন ভট্টাচার্য্য

সুব্রত ভৌমিক

সুব্রত মহন্ত

সুদীপ আচার্য্য

সুপর্ণ সোম

প্রাক্তনী ১৯৮৬ (মাধ্যমিক): রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম

সুরজিৎ সেন

উজ্জ্বল চক্রবর্তী

জয়দীপ সেনশর্মা

সাগর বিশ্বাস

কুমারজিৎ দাস

সহচর স্কুলে যারা, আজো আছে তারা

অভিজিৎ চক্রবর্তী

বাসবজিৎ রায়

দেবজিৎ চন্দ

মহিতোষ রায়

তপন বসাক

স্মৃতির সরণী বেয়ে

যে পথ ধরে প্রাক্তনীদের পথ
চলা শুরু: ১৯৯২

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে
ঠিক পৌঁছে যাবো

ছাত্রজীবনে শেখা "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" এই আপ্তবাক্যকে উপজীব্য করে বাস্তবজীবনের সকল রূঢ়তা , সকল গা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও মানবকল্যাণের অঙ্গীকার বিস্মৃত না হয়ে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন '86 ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে রহড়ার বুকে গড়ে উঠেছে সমাজসেবী সংগঠন "রহড়া সামারিটান্স" যেখানে তার কাজ এবং আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমানে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন ব্যাচের ৪০ জনেরও বেশী প্রাক্তনী সামিল হয়েছে । রহড়া মিশনে '86 ব্যাচের সুনাম এই বিদ্যালয়ে পুনর্মিলন উৎসব চালুর সময় থেকেই।

2017 সালের 26th জানুয়ারী আমরা '86 ব্যাচের কয়েকজন ছাত্র গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য কিছু করার মানসিকতা নিয়ে একসাথে মিলিত হই । । মাত্র 17 দিনের প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে '86 ব্যাচের বন্ধুদের সহায়তায় প্রায় তিন লক্ষ টাকার পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ আমরা সাফল্যের সঙ্গে শুরু করি । সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা হিসাবে আগষ্ট , ২০১৭ তে আইনানুগ স্বীকৃতিলাভের আগে ওই বছরের 12 ই জানুয়ারি পুনর্মিলন উৎসবের দিন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি শাখায় (রহড়া মিশনের হাই স্কুল ও চিলড্রেন সেকশন) পরিশ্রুত পানীয় জলপ্রকল্প রূপায়ণের মধ্য দিয়ে রহড়া সামারিটানস এর পথ চলা শুরু । বিগত কয়েকবছর ধরে তারাই রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল , জুনিয়র হাইস্কুল , টেকনিক্যাল (ITI) , রহড়া আইডিয়াল একাডেমী ফর বয়েজ , রহড়া আইডিয়াল একাডেমী ফর গার্লস্ , রহড়া কল্যাণনগর হাইস্কুল , আগড়পাড়া নেতাজী শিক্ষায়তন , বেলঘরিয়া হাইস্কুল , শিউলি তেলিনীপাড়া গয়েশপুর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মতো বিদ্যালয়গুলির দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠ শিক্ষালাভের জন্য বই , খাতা , পোশাক এবং অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা সরঞ্জাম , ভর্তি ফি , বেতন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বহনের মাধ্যমে প্রকৃত ছাত্রবন্ধুর পরিচয় দিয়েছে । এ ছাড়াও রহড়া মিশনের জুনিয়র হাইস্কুলে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে । কিছুদিন আগে হাইস্কুলে শীতল পানীয় জলের মেশিন বসানো হয়েছে ছাত্রদের জন্য । বিগত কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরিচালন সমিতির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রতি বছর ত্রিশ থেকে চল্লিশজন নির্বাচিত দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাসংক্রান্ত এবং প্রয়োজনভিত্তিক সাহায্য করা ছাড়াও সংস্থাটি রহড়া মিশনের উচ্চ শিক্ষাক্রমে পাঠরত বেশ কিছু ছাত্রের থাকা , খাওয়া এবং পঠনপাঠনের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়মিত বহন করার সাথে সাথে স্নাতকউত্তীর্ণ একজন দুঃস্থ অনাথ ছাত্রীর চাকুরীলাভের সহায়ক হিসাবে প্রতিযোগিতামূলক বিবিধ পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় বই এবং শিক্ষালাভের যাবতীয় খরচের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে । এবং প্রতি মাসে কিছু ছাত্রদের 2000 / 1000 টাকা করে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে । শিক্ষাকে ছাত্রদের কাছে আরোও প্রাঞ্জল , সহজবোধ্য এবং মনোগ্রাহী করার লক্ষ্যে রহড়া মিশনের উচ্চ বিদ্যালয়ে রহড়া সামারিটান্সের অর্থসাহায্য এবং কারিগরী সহায়তায় একটি অডিও-ভিসুয়াল শ্রেণীকক্ষ তৈরী হয়েছে । এ ছাড়াও প্রতিবন্ধী মানুষের পথচলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা এবং খোলা আকাশের নীচে রাত কাটানো শীতার্ত মানুষদের কম্বল বিতরণের মতো কাজগুলির মধ্যে দিয়ে সমাজবন্ধু এই সংস্থাটির মানবিক রূপটিই বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে । আম্ফান প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে বাসস্থানের জন্য 50000 টাকা রহড়া মিশনের প্রাক্তনী সংস্থা (অ্যালুমনি) এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । এবং ওইসময় কাকদ্বীপ অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষ আমাদের সদস্যরা তাদের হাতে তুলে দিয়েছে । ভয়াবহ করোনা মহামারীর সময় তিনটি অস্থায়ী শিবির চালু করে নিয়মিত খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে ও ক্ষুধার্থ মানুষের মুখে রান্না করা করা খাবারও তুলে দেওয়া হয়েছে । সীমিত সামর্থ্য নিয়ে রহড়া সামারিটানস এর সদস্যরা মানুষের পাশে রয়েছে । দরিদ্র মেধাবী ছাত্ররা যেন সুযোগের অভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার সাথে সাথে সমাজ সচেতনতা , স্বাস্থ্য সচেতনতা , পরিবেশের সুরক্ষা এবং কৃষিবিজ্ঞানের গুরুত্ব বিষয় শিবির আয়োজন করার লক্ষ্য নিয়ে সংস্থাটি ভবিষ্যতে আরও কাজ করার উদ্যোগ নেবে । সকলের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা যেনো আমাদের সঙ্গে থাকে এটাই কামনা করি ।

রহড়া মিশনের কোনো প্রাক্তনী দাদা বা ভাই যদি আমাদের সাথে এই সমাজসেবামূলক কাজে আর্থিকভাবে বা মানসিকভাবে যুক্ত হতে চান বা সদস্য হতে চান তাহলে নিচের নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন । (9830419125 /9433200708 / 9830845907/ 9830032068 / 9830210803/9831357419)

সাথে আছি, সাতাশি

"জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে..."

ভাস্কর চক্রবর্তী | পিনাকী সিনহা | দীপক ঘোষ | মিহির চক্রবর্তী

"কিছুই কোথাও যদি নেই, তবু তো কজন আছি বাকি, আয় আরো হাতে হাত রেখে, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি"

অমিতাভ দে

অনির্বাণ চ্যাটার্জী

অর্ণব ভৌমিক

অপূর্ব মান্না

অরিন্দম ভট্টাচার্য

অজয় দে

অমিতাভ ভট্টাচার্য

অরূপ রতন ভট্টাচার্য

কল্লোল দে

কৌশিক নাগ মজুমদার

চিরঞ্জীব পাল

জয়ন্ত রাহা`

কৌশিক দত্ত

দেবাশিস দত্ত

দেবাশিস ভট্টাচার্য

পার্থ সেনগুপ্ত

প্রদীপ রায়চৌধুরী`

প্রান্তিক গুহরায়

বিশ্বজিত গোস্বামী

বৈজয়ন্ত চক্রবর্তী

মহম্মদ কামার হোসেন

মিতাস দাস

মৃগাঙ্ক ঘোষ

শান্তনু মুখার্জী

শিবেন্দু ঘোষ

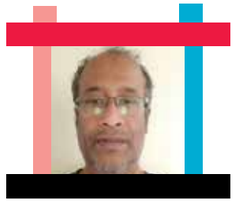

সুব্রত বল

সৌরভ ঘোষ

সৌরভ হাওলাদার

সব্যসাচী চ্যাটার্জি

হিমাদ্রী চক্রবর্তী

সমাজ থেকে আমরা প্রতিদিন দুইহাত ভরে নিয়ে চলেছি, সে ঋণ অপরিশোধ্য। তবু সমাজকে কিছুটা হলেও, ফিরিয়ে দেওয়ার তাগিদে ১৯৮৭ সালের ব্যাচের সতীর্থরা, একজোট হয়। প্রথমে ২০১৬ সালে, স্কুলের ল্যাবরেটারিতে ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য একটি জীবনবিজ্ঞানের মডেল উপহার দেওয়া হয়। এরপর প্রতি বছর, দশ পনেরো জন প্রাক্তন আশ্রমিক ছাত্রকে, প্রতি মাসে এক থেকে দুহাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়ার কাজ করা হয়। এই কাজে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, ১৯৮৭ ছাড়াও অন্যান্য বছরের প্রাক্তনীরা। এমনকি রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই, এমন বহু মানুষও এই কর্মযজ্ঞে শামিল হন। ২০২০ সাল থেকে এই কাজটির দায়িত্ব অ্যালামনি এসোসিয়েশান গ্রহণ করেন। ১৯৮৭-র ব্যাচের উদ্যোগে হাইস্কুলের বিভিন্ন স্থানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো হয়। বার্ষিক ফলের নিরিখে কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।
২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রতি বছর মহালয়ার দিন খড়দহ আরপাটনায়, গদাধর প্রকল্প পরিচালিত একটি স্কুলের শিশুদের পুজোর জামা আর শীতের পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর কামারপুকুরের কাছেই, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার প্রান্তিক অঞ্চল হুগলী-র গো-ঘাট, ব্লক ২, ফুলুই শ্যামবাজার, বেলডিহা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-এর (https://www.beldihasra.org/) দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। ঠাকুর মা স্বামীজীর ভাবধারায় পরিচালিত. সুন্দর গাছপালায় সাজানো পরিচ্ছন্ন এই আশ্রম। মন্দির, ছাত্রাবাস, সন্ন্যাসীদের থাকার জায়গা, অতিথিনিবাস, গোশালা, ক্ষেত, খেলার মাঠ, পুকুর, দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেই স্বল্প পরিসরে কী নেই?

১৯৯৫ সালে, খুব ছোট করে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৮৭ সালের প্রাক্তনী মহাজীবন শ্রী দীপক ঘোষ। প্রধানতঃ বেলডিহা ও সংলগ্ন গ্রামে বিভিন্ন প্রকার সমাজ কল্যাণ কর্মসূচি নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। ২০০৯ সালের বিধ্বংসী আয়লা ঘূর্ণীঝড়ে অনাথ হয়ে যাওয়া কয়েকটি শিশুকে আশ্রয় দিয়ে ছাত্রাবাসের সূচনা হয়। অনাথ আশ্রম পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক সামাজিক কর্মকান্ডে, কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে।

এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী কোভিড অতিমারি প্রকোপে ২০২১-এ এই আশ্রমের প্রাণ পুরুষ শ্রী দীপক ঘোষ অমৃতলোক যাত্রা করেন। বন্ধুর ছেড়ে যাওয়া কাজ, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, দীপকের ১৯৮৭ সালের সহপাঠীরা যৌথভাবে এগিয়ে আসে। সুখের কথা, এই আশ্রম তার লক্ষ্যে অবিচল থেকে সমস্ত কাজ করে চলেছে। ১৯৮৭ সালের বন্ধুরা সহ আরও অনেক সহানুভূতিশীল মানুষ আজ এই ভালোবাসার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, আশ্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরন্তর সাহায্য করে চলেছেন।

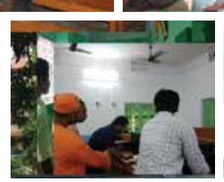

RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988

যাদের আমরা অকালে হারিয়েছি

Indranil Lahiri

30.09.1971 - 01.09.2022

Masters in Geography and History. A passionate bengali theatre activist (Gonokristi), produced and acted in more than twenty productions. A lovable Geography teacher to all his students of Ghola High School. Survived by wife and a son.
Friends used to call him as “Pinaki”.

Saswata Bhattacharya

30.05.1970 - 19.02.2023

An extremely talented sportsman and cricket player. Represented “Aryans”, a first division club in Cricket Association of Bengal League. Survived by wife and kid.
Friends used to call him as “Mosha”.

Tushar Kanti Biswas

11.04.1971 - 26.11.2022

A determined student and complete family man, was settled in Mumbai, enjoyed yatra performance.
Survived by wife and a son.
Friends used to call him as “Tushar”.

Jagatjyoti Ghosh

14.05.1971 - 25.03.2023

Popular Mathematics tutor to his vast student pool of Sodepur. For last few years was based out of Nepal. Loved and cared by overseas employer for perfection. Survived by two daughters and wife.
Friends used to call him as “Joga”.

Rahara 88 Degree East Foundation

a social initiative by 1988 passout boys from RKM, Rahara
Registered as a society and 80G certified

RKM Boys’ Home, Rahara

Computer Training Centre & Spoken English proficiency for aashram boys of class IX & X.

উত্তরণ

Teaching augmentation programme for Sishu Siksha Kendras in association with Block Development Offices of Haringhata and Budge Budge II.

গল্পমাছা

Reading habit inculcation project among primary school students.

http://88degreeeast.in/

info@88degreeeast.in

RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988 RKM Class of 1988

Blood Donation Camp

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, উচ্চ বিদ্যালয়

অনিন্দ্য কৃষ্ণ পাল

অনিমেষ ভক্ত

অমিতাক্ষ নাগ

অম্লান গুহ

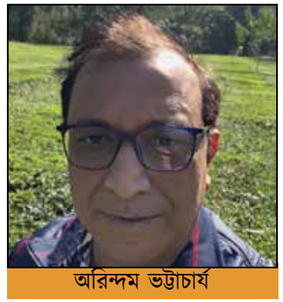
অরিন্দম ভট্টাচার্য

অংশুমান দে

ইন্দ্রজিৎ মাইতি

কিংশুক সিংহ

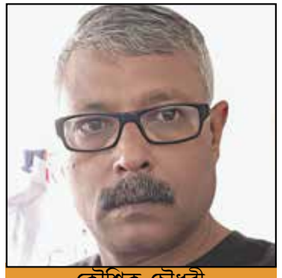
কৌশিক চৌধুরী

কৌশিক দাশ

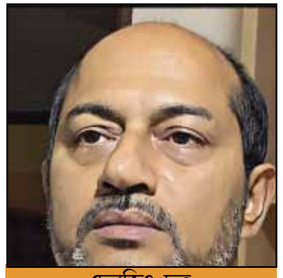
দেবজিৎ দত্ত

নিলয় কুমার ধর

যোগানন্দ ছাত্রাবাস, ১৯৮৯

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, উচ্চ বিদ্যালয়

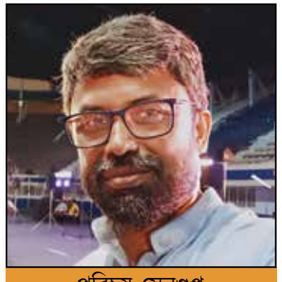
পরিচয় সেনগুপ্ত

প্রসেনজিৎ মজুমদার

বিপ্র রায়

বিপ্লব দাস

মলয় ঘোষ হাজরা

মৃণাল কান্তি মুখোপাধ্যায়

রমেন মিত্র

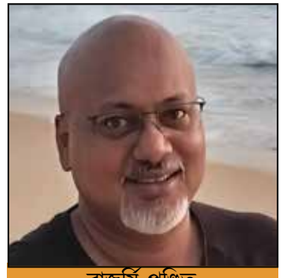
রাজর্ষি পণ্ডিত

সুতনু সামন্ত

সুদীপ চক্রবর্তী

সুদীপ্ত দত্ত

সৌমিক মণ্ডল

যোগানন্দ ছাত্রাবাস, ১৯৮৯

P. K. COMPUTER AID

An Approved **VTP** of Govt. Of India

An ISO 9001 : 2015 Certified Organisation

Python

TALLY PRIME with GST

Start your career as

DATA Analysist

(Adv. Excel, Google Sheet & Google Studio for real time presentation

39/c, P.K.Biswas Rd. Khardah

9883536404 / 9331045940

আরামবাগ মহকুমায় সর্বপ্রথম সরকারী চিহ্নযুক্ত হলমার্ক সোনার গহনার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

নন্দন সোনা খাজানা

NANDAN SONA KHAZANA

আসবে তুমিও
এখানে হলমার্ক সোনার গহনা, হীরের গহনা, রূপার গহনা, প্ল্যাটিনাম গহনা ও আসল গ্রহরত্ন পাওয়া যায়
মাসিক জমা ও Bank Card, Online Payment গ্রহণযোগ্য।
আরামবাগ সদরঘাট হুগলী
M-03211 256583 6290279401
কামারপুকুর নতুনচটী 0321 245512. 629054412
হুগলী Mob-03211 25683, 6890279401

কোতুলপুর থানার বিপরীতে, বাঁকুড়া

বিধান সরণি, শ্যামবাজার পাঁচ মাথা মোড়, কোলকাতা ৭০০ ০০৪

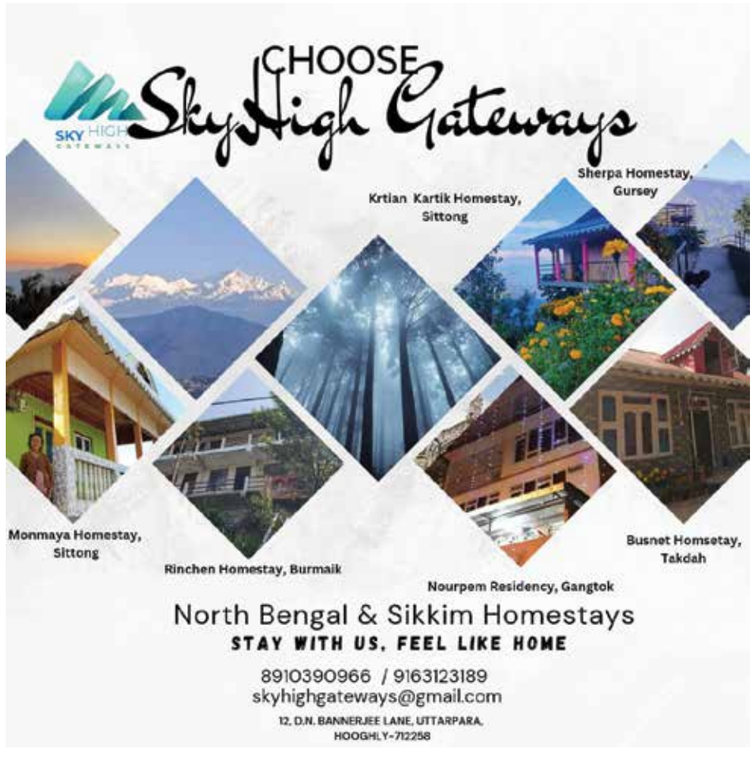

WITH BEST

COMPLIMENT FROM

HIMEROS PHARMA

ASHOK MUKHERJEE

PRESIDENT: Alumni Association (2013—2022)

Death is nothing at all.
It does not count.
I have only slipped away into the next room.
Nothing has happened.

Everything remains exactly as it was.
I am I, and you are you,
and the old life that we lived so fondly together is untouched, unchanged.
Whatever we were to each other, that we are still.

Call me by the old familiar name.
Speak of me in the easy way which you always used.
Put no difference into your tone.
Wear no forced air of solemnity or sorrow.

Laugh as we always laughed at the little jokes that we enjoyed together.
Play, smile, think of me, pray for me.
Let my name be ever the household word that it always was.
Let it be spoken without an effort, without the ghost of a shadow upon it.

Henry Scott Holland

With Best Compliments From

Apollo Clinic
Expertise. Closer to you.

SODEPUR
Web : www.sodepurapollo.in

RADIOLOGY
MRI (1.5 Tesla)
CT Scan (Multi Slice)
800mA High Frequency
Digital X-Ray
Digital Mammography
Bone Mineral Density (DEXA)
Ultrasonography, Limd Doppler

CARDIOLOGY
ECG/TMT/Holter Monitor/
PFT/Spirometry/Color Doppler/
Echocardiography

DENTISTRY
Cosmetic Dentistry. Root Canals &
Crowns, Orthodontics, Prosthodontics,
Pediatric Dentistry

ENT
Audiometry, Tympanometry

PATHOLOGY
Clinical Biochemistry
Clinical Haematology
Clinical pathology,
Immunology,icrobiology,
Serology & Cytology

NEUROLOGY
EEG / EMG, VEP / BERA
NCV Diabetology - CGMS

PHYSIOTHERAPY
Integrated approach to
relieve pains and Discomfort

GASTROENTEROLOGY
Endoscopy. Colonoscopy

UROFLOWMETRY

CONSULTATION

DIABETIC MANAGEMENT

TREATMENT ROOM

CALL FOR HOME SAMPLE COLLECTION

CLINIC TIMING:
MON TO SAT - 7.00 AM - 8 PM
SUNDAY - 7.00 AM - 3 PM

+91 82740 51066
+91 90739 82304

LICENSEE: BLUEBELLS MEDICARE SERVICES LLP
Address : 16F, B. T. Road, Sodepur, (Bus Stop: Sodepur Girja), Kolkata - 700 115

Regards And Best Wishes From,

ACCURATE®
MEDICARE & DIAGNOSTIC PVT. LTD.

Building World Of Accuracy

21, B.T. Road, Rabindra Bhaban, Khardaha, Kolkata - 700 117
Ph: 2583 7780, 2563 9111, e-mail: accurate_medicare@yahoo.com
CUSTOMER CARE: - 9874 458 458

KEEP WELL KEEP HEALTHY

COLLECTION CENTRE

SHIVAM POLYCLINIC-KHARDAHA
BALARAM APARTMENT, 235/10/2, M.S. MUKHERJEE ROAD, GROUND FLOOR,
KOLKATA-700116. Ph. +91 9331240827

UNIT AT

PANDUA RURAL HOSPITAL

PANDUA HOOGHLY, Ph. 03213 278402.
UNDER P.P.P. PROJECT OF HEALTH & FAMILY WELFARE DEPT. GOVT. OF W.B.

SAINTHIA

909, SIURI SAINTHIA MAIN ROAD
NEAR BAJAJ SHOW ROOM
PIN -731234, DIST- BIBHUM, P.S. + P.O. - SAINTHIA

NORTH BARACKPORE MUNICIPALITY CHARITABLE DISPENSARY

S.N. BANERJEE ROAD, BARACKPORE, MANIRAMPUR, OPP BALUGHAT. Ph.033 25926036

ATTACHED WITH

SREE BALARAM SEVA MANDIR SG HOSPITAL - KHARDAHA

J B M MATERNITY & GENERAL HOSPITAL - ICHAPUR

BHARAT SEBASHRAM SANGHA - BARRACKPORE

BMSCERT Quality Assessors
CB 005

AN I S O 9001: 2015 CERTIFIED ORGANISATION

MC-5444

AN ISO 15189:2012 CERTIFIED ORGANISATION

TW The Weddographer
Memories bring back memories

The Weddographer is a photography company based all over India. With seven years of experience in the industry, The Weddographer has honed their skills in documenting Weddings, which are celebrated with great enthusiasm and splendor. Their expertise lies in capturing the intricate details, vibrant colors, and cultural traditions that make Weddings truly unique.

1. Khardaha,Bandipur. Kol-118
2. Durgapur 54foot(Near NIT).Kol-213

Phone- 8017072008
Mail-tweddographer1@gmail.com

GREEN POWER ENERGY

Green POWER ENERGY

OUR COMPANY

Greetings! At Green Power Energy, we drive a solar revolution. Our mission: sustainable energy through innovation. Join us in powering a brighter, greener tomorrow. #GreenPowerImpact

TALK TO US

+91 9434440184 / 6296099160
Email -info@greenpowerenergy.co.in
Web Site -greenpowerenergy.co.in
A Certified Distributor of -
Amrut Energy Pvt.Ltd

HARNESSING NATURE'S POWER

With Best Compliments From

SN **M/s. SUJAY NAYAK**
Govt. Civil, Contractor &
General Order Suppliers

Mobile : +91 9932828592
E-mail : sujaynayak71@gmail.com
Vill.- Baguli, P.O.- Ghutgoria
Dist.- Bankura (W.B.)

Arun Misra RKM 82

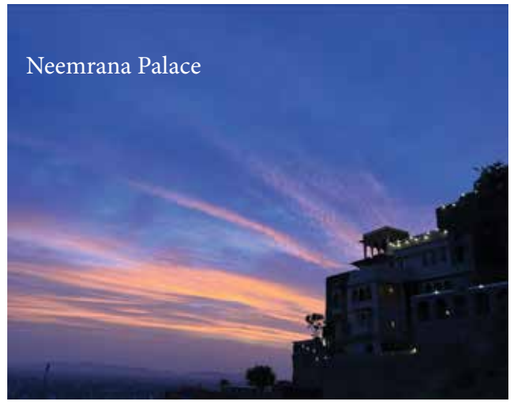

Abhijit Chakraborty RKM 86

Arindam DC RKM 96

DR MRITYUNJOY HALDER RKM 99

Kausik Roy RKM 86

Jayanta Ghosh Dastidar RKM 86

With Best Compliments From

MAA KALI ENTERPRISE

Prop. Suvajti Karmakar

[Govt.Contractor & General Order Supplier]

Vill & PO. Maliara, Ps, Barjora

Dist. Bankura Pin 7222142

Mob. 790895736

Email. surajitmonakarmakar@gmail.com

Rahara RKM: Class of 1988: Our Story

"Rahara Eighty Eight Degree East Foundation" is a not-for-profit organization run by a group of childhood friends who studied together in Rahara Ramakrishna Mission Boys' Home, and matriculated in 1988. It is registered under the West Bengal Societies Registration Act, 12AA as well as 80G.

The Foundation primarily supports projects in the areas of Education, Health and Charity. We currently facilitate a Computer and Spoken English Training Program for ninth standard students of Rahara Ashram. A computer lab has been set up for this purpose, and a teacher, engaged by the Foundation, conducts classes twice a week, exposing the students to the world of computers, while also encouraging them to communicate in English.

Under the "Uttoron" initiative, the foundation, in association with local Block Development offices of Haringhata and Budge Budge II, is currently helping a few Shishu Shiksha Kendra's to augment their teaching infrastructure, by engaging teaching staff, monitoring the learning process, and taking various measures to involve the community at large. A new initiative, "Galpogachha", has recently been started, to complement Uttoron, and aims at inculcating reading habits among school children.

From time to time, the Foundation also supports other initiatives such as medical camps and cyclone relief programs. We work closely with like minded organizations, our Alma Mater, the RKM Alumni association and government agencies. All along have received excellent support from our friends of RKM Rahara Class of 88 (more than seventy are direct members) and patronage from various others. With the blessings of Thakur, Maa and Swamiji, we hope our endeavours will continue to bear fruits.

পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা-কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা

হরিণঘাটা

প্রান্তিক এলাকার শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের নিয়ে শুরু হয়েছে সান্ধ্যকালীন পঠনপাঠন। হরিণঘাটা ব্লকের বিডিও ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উদ্যোগী হয়ে এই কর্মসূচি শুরু করেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এমন প্রান্তিক এলাকায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। এই কেন্দ্রগুলিতে মূলত অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েরাই আসে। তাদের বেশির ভাগই পরিবারের প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া।

করোনার সময় শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলির পঠনপাঠন বন্ধ ছিল। অধিকাংশ পড়ুয়াকে বাড়িতে পড়া দেখিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থাও ছিল না। তাদের পড়া কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়ারা নতুন ক্লাসে উঠেছে। কিন্তু নতুন ক্লাসের পড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। তাদের অনেকের স্কুলছুট হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে এগিয়ে এসেছেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৮৮ সালের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এক দল প্রাক্তনী। তাঁদের ও হরিণঘাটা বিডিওর সহযোগিতায় 'উত্তরণ' নাম দিয়ে হরিণঘাটা এলাকায় এই শিশুদের বিশেষ পঠনপাঠন কর্মসূচি চালু হয়েছে। হরিণঘাটার দু'টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ৬০জন পড়ুয়া আপাতত এই কর্মসূচির আওতায় এসেছে। শিক্ষক নিয়োগ করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা করে পঠনপাঠন চলছে।

THE MARVELMEN IN WATER SOLUTIONS

HEALTH INSIDE

REDEFINING AQUA REMEDIATION

MINERALS WALA TANK

www.p4india.in

Kills all waterborne diseases (99.9%)

*T & C Apply

YE PLASTIC NEHIN COPPER

Balaji Rotomoulders (P) LTD. Established in 1998, Comopany has been delivering exceptional solutions to a diverse clientele. Our expertise lies in providing innovative and reliable engineering services tailored to meet your specific needs. With our ISO 9001:2015 certification, we uphold the highest standards of quality and ensure your projects are executed with precision and efficiency. With over 25 years of industry experience, we have honed our skills in designing and manufacturing water storage tanks, stainless steel sinks, CP fittings, unbreakable cisterns, toilet seat covers, PTMT bath fittings, and more. Balaji Rotomoulders (P) LTD has developed strong relationships with esteemed clients such as Eastern Railways, South Eastern Railways, Govt. of West Bengal, Nagarjuna Construction Company, CPWD, Viswa Bharati University, Rifle factory (Ishapore), Kolkata metro, Belur Math, Eastern Coalfields Ltd., NALCO, Military Engineer Services, and others. These partnerships reflect our commitment to delivering excellence and customer satisfaction.

BALAJI ROTOMOULDERS (P) LTD.

Regd. Off.: Siddha Weston, 9 Weston Street, Kolkata-700013, West Bengal, India

90 7375 7375

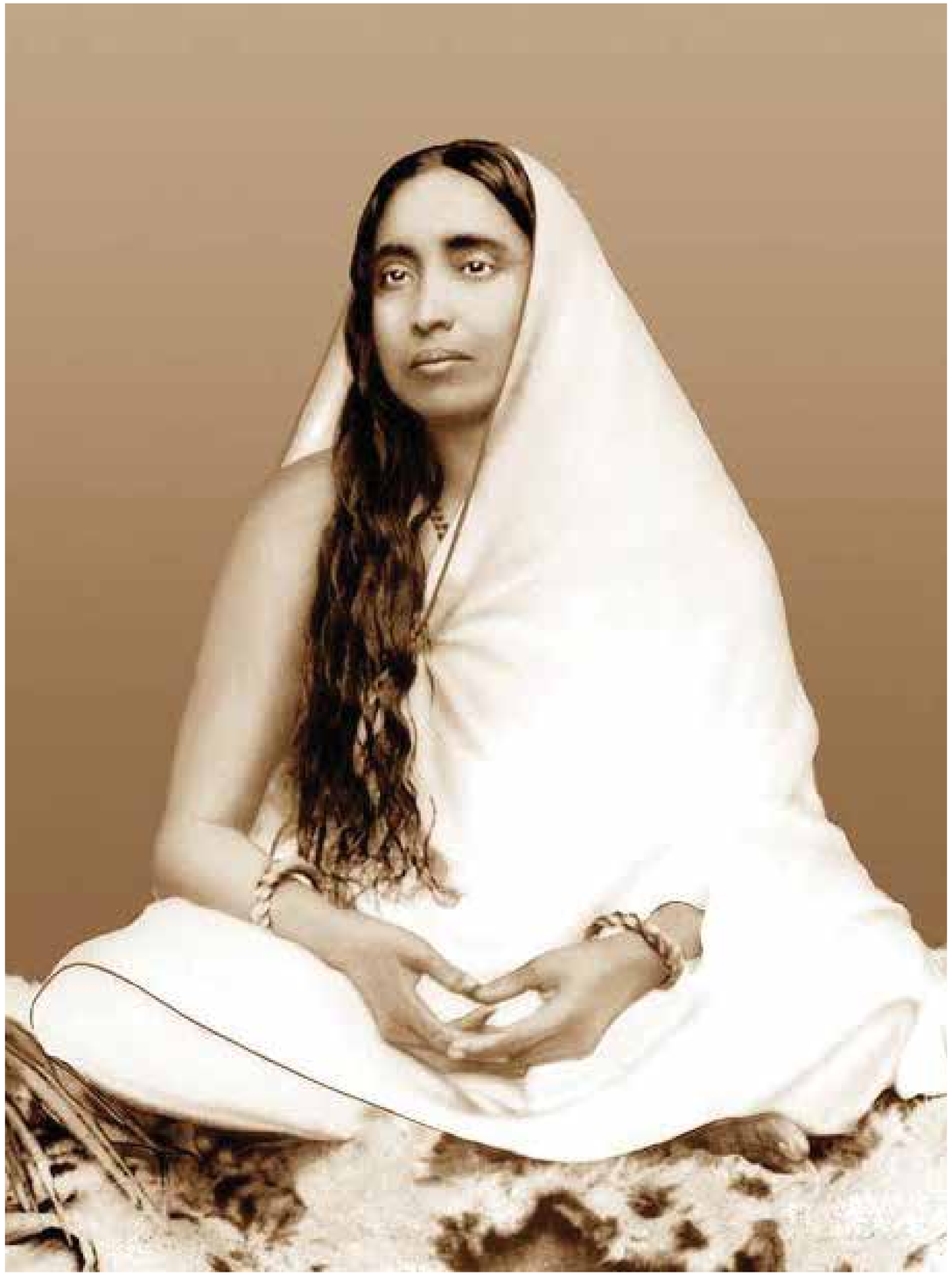

With Best Compliments From

MUKHERJEE ENTERPRISE

We Undertake All Types of Mechanical & Civil Reconditioning & Manufacturing Jobs.

(SPECIALIST IN : MINE SPARES)

Vill +P.O.- **Godardihi**
Dist.- Bankura
Pin - 722 203

CORRESPONDING ADDRESS
C/o. S.P. Banerjee
Bhiringi School Para
Durgapur - 713213

Prop.:- Tanubrata Mukherjee
CONTACT NOS :
8927798337 / 9476216578
E-mail : mukherjeedgp@rediffmail.com

LOCAL OFFICE ADDRESS :
Work Shop : 6/5 J.P. Avenue
Near State Bank of India
(F.C.I. Branch), Durgapur - 11

With Best Compliments From

NIRAMAYA

NIRAMAYA

A Retail Medicine Shop
Niramaya 7980006064
54/150, Staion Road, Khardah
Niramaya 7439172192
5/4/23, B T Road, Khardah
Niramaya 7890060640
Beside Suraksha Clinic, Khardah
Khardah Kolkata 700117

With Best Compliments From

PARADISE ELECTRONICS
Khardah B.T. Road
Kolkata 700117

With Best Compliments From

BISWAJIT BHUI

[GOVT CONTRACTOR]
Civil, Mechanical, Electrical Contractor &
General Order Supplier
Vill + PO. - Krishananagar
Ps. Barjora Dist. Bankura
Mob. 9609614058 / 9434411258
E-mail. bhuienterprise@gmail.com

With Best Compliments From

Mr.Tushar Dasgupta

With Best Compliments From

রাধাকৃষ্ণ মেডিক্যাল এবং ডক্টরস ক্লিনিক

১৪/৫ স্টেশন রোড, বৈতালিক রহরা, খারদাহ, ফোন
(০৩৩) ২৫২৩৬৬৪৮, ৯৮৭৪২৬৬৪২৫

এখানে সমস্ত রকম মেডিসিন, বেবি ফুড, অক্সিজেন,
নেবুলাইজার মেশিন পাওয়া যায়

With Best Compliments From

M/S DAWN DEVELOPERS
[Govt. Civil Contractor & General Order Supplier]

Vill & PO. Ghutgoria Ps, Barjora
Bankura
Mob. 9547618192
Email. dawndevelopers2017@gmail.com

With Best Compliments From

VIVEKANANDA
Diagnostic Centre

With Best Compliments
From Batch 1977

With Best Compliments From

মা সারদা পুস্তকালয়

পূণ্যানন্দ সরণী, রহড়া, খড়দহ, উঃ
২৪ পরগণা
কলিকাতা - ৭০০১১৮
দূরাভাষ - ৯৮৩০৪৪৪২৩১

এখানে সমস্ত রকমের স্কুল কলেজের বই, গল্পের বই এবং স্কুল, কলেজের যাবতীয় অফিস ও স্টেশনারি দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় ও অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

With Best Compliments From

TAPAS KUMAR CHOWDHURY

All type of electronics Security System
Sell Service & Maintenance.
Mob 9674985110 / 93309422289
Email: tchowdhury910@gmail.com

আমার ইস্কুল বেলা

কৌশিক দত্ত

আমি যখন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের জুনিয়র হাই স্কুলে ভর্তি হই, তখন সময়টা রাজনৈতিক ভাবে ছিল বেশ টালমাটাল। উত্তাল সত্তরের দশক, পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক দলাদলি , মারপিট, বোমাবাজি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কলকাতার যে ইস্কুলে পড়তাম সেখানেও ঐসবের জেরে পড়াশোনা প্রায় লাটে উঠেছিল। পুলিশের ভারী বুটের শব্দ দিনে রাতে শোনা যেত রাস্তা জুড়ে। সারাদিন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হত, বাড়ির বাইরে খেলাধুলো করার যো ছিল না, কখন গন্ডগোল শুরু হয়। বাড়ীতে সব কিছু বড্ড একঘেঁয়ে ঠেকত, নিত্যদিনের এক রোজনামচা। ফলে বাড়ি ছেড়ে ছাত্রাবাসে এসে বাড়ির জন্য মন কেমন করত কেবল নিয়ম করে সন্ধ্যে বেলার দিকে, আর বাকী সময় ছিল তত না। শীতের ভোরে বিছানা ছেড়ে ওঠাটা কোন ভাবেই সুখের ছিল না, তার ওপরে ধুতি পরে সারিবদ্ধ ভাবে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করাটাও রপ্ত হতে সময় লেগেছিল বই কি। পড়াশোনা নিয়ে কাউকেই বলতে হত না, সার সার অতগুলি ছেলে পড়ছে দেখলে অনন্যোপায় পড়তেই হত। ক্লাসে পড়া করে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। না পারলে সেই দিনেই পড়া দিয়েই আসতে হত। এখন বুঝি মাস্টার মশাইয়েরা ছিলেন সত্যিকারের অভিভাবক। আপাত গাম্ভীর্যের প্রসাধনে মাঝে মাঝেই ফুটে বেরিয়ে আসত ছাত্রদের প্রতি দরদ, আন্তরিকতা। ছাত্রাবাসে যেহেতু প্রায় সকলেরই বাড়ি ছেড়ে এসে খানিক থমকে যাওয়া অবস্থা, ফলে সেখানেও সমব্যাথী বলেই মনে হত একে অপরকে।

মনে আছে সংস্কৃত ধাতুরূপ, শব্দরূপের চক্করে হাবুডাবু খেতাম প্রায়শই। এস. এস.টি (শশাঙ্ক শেখর তেওয়ারী) স্যার স্কুল ছুটির পর তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে আলাদা করে পড়াতে শুরু করলেন। মাস খানেক পরেই ছবিটা বদলে গেল। তখন শেখা একটা গদ্যাংশ আজও মনে আছে বেশ খানিকটা। সুনীল মহারাজ মোটাসোটা রাশভারি মানুষটির টেবিলে কেন জানি একটা মোটা কালো রুল থাকত, কোনদিনই হাতে তুলে নিতে দেখি নি। আশ্রমে উৎসবের সময় দেখেছি ছাত্রদের পাশে পাশে থাকতে, কাজ শেখাতে। যেন অজানিত অপরাধের সম্ভবনা থেকে আগলে রাখতে। হোস্টেল সুপার বিধুবাবু (বিধুভূষণ নন্দ) কে আমরা আড়ালে 'বাঘ' বলেই ডাকতাম, মাঝে মাঝেই তাঁর বেতের বাড়ি পড়েছে হাতে, পিঠে, আবার ছাত্রদের সাফল্যে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তেও দেখেছি। বাড়তি আবেগ তাড়িত হওয়ার মতো কিছুই নয়, এটাই ছিল স্বাভাবিক। সব মাস্টারমশাইদেরই মধ্যেই এমন বাৎসল্য দেখতেই অভ্যস্থ হয়েছি আমরা সেই দিনগুলোতে।

জুনিয়র হাই স্কুলের সামনের মাঠটা ছিল আমাদের স্কুলের মাঠ, স্কুলের ম্যাচ তো হতোই তাছাড়া রহড়া সংঘের খেলা, খেলোয়াড়দের অনুশীলন,জেলা লিগের খেলা সারা ফুটবল মরশুম জুড়েই দেখতে পেতাম। কত যে নামী দামী ফুটবলারদের হাত ছোঁয়া দূরত্ব থেকে দেখেছি বলার কথা নয়। বড় স্কুলে এসে মাঝে মাঝে বারন্দা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আবছা ছবি দেখে জুনিয়র হাই এর বারন্দাটাকে খুঁজতে চাইতাম। নিজে যে খুব একটা খেলেছি এমনটা নয়, কিন্তু খেলা দেখে ক্লান্ত হই নি কখনও। তবে স্কুল ছুটির পর ঘরে বসে গোমড়া মুখে হোমটাস্ক করার মতো আহম্মোক ছিলাম না, সুযোগও ছিল না, ওটা ছিল খেলার সময়, অন্য কিছুর নয়। তাছাড়া অল্পদিনেই পোক্ত হয়েছিলাম নানা রকমের দুষ্টুমিতেও। বড়দের প্রশয়, আর সহপাঠীদের আশ্রয়, মানে সমর্থন, একতা রোজ রোজ সাহসী করে তুলত। কোনদিন কোন অন্যায় ধরা পড়ে গেলে, তাকে দোষী সাব্যস্ত করার সামান্যতম কুবাসনাও মনে ঠাঁই পেত না, বরং সবাই মিলে শাস্তি পাওয়ার আনন্দই ছিল আলাদা। যেন 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি (মার খাই, বা শাস্তি পাই হলে ভালো হতো) নাহি লাজ'। শিখেছিলাম একতা এক বোধের নাম, যা নিত্যদিনের মিলেমিশে থাকার চর্যা থেকেই জন্ম নেয়। স্বামীজীর জন্মদিনে স্কুল সংলগ্ন এলাকার নালা নর্দমা পরিষ্কার করাই হোক, ঠাকুরের জন্মদিনে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণই হোক কিম্বা বন্যা বা খরা ত্রাণের সাহায্য সংগ্রহ করতে গিয়ে হোক, আমরা বালকাশ্রমের ছাত্র এই পরিচয় ছিল একই সঙ্গে গর্বের আবার একতারও বটে। শিখেছিলাম আমরা সব কাজেই এগিয়ে যেতে পারি নির্ভয়ে, পাশে পেতাম শিক্ষক মশায়দের, মহারাজদের।

ততদিনে যোগানন্দ ধামে চলে এসেছি। এখানেই শিখতে শুরু করি তবলা, আর সেই দৌলতেই সকাল সন্ধ্যের প্রার্থনার সময় সঙ্গত করার সুযোগও পেতে থাকি। একবার তো স্কুলের গানের দল মহারাজেরা বেলুড়ে ঠাকুরের তিথি উৎসবে নিয়ে গেলেন, গলায় শ্রীখোল ঝুলিয়ে আমিও ছিলাম সেই দলে। বেলুড়ের মন্দির ঘিরে ঘিরে সেই বেড়া কীর্তনের স্মৃতি আজও ঝকঝকে। আর একবার, বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে রথের দিনে স্কুলের দলের সঙ্গে এসেছি, কীর্তন করতে। ওখান থেকে আমার বাড়ি 'এক হাঁক দূর'। মনটা ছটফট করছে, একবার বাড়ি যেতে পারলে হয়। বারন্দা থেকে দেখতে পেয়ে এক ভাইকে বললাম মা কে গিয়ে বলতে। মা এসে বলায় আধাঘণ্টার ছুটিতে বাড়ি গেলাম। আবার যখন ফিরলাম, তখন সঙ্গে দাদু, কাকা, মা আরও কারা কারা যেন এসে দাঁড়াল বলরাম মন্দিরের বারন্দায়। সেদিন এমন আনন্দে শ্রীখোল বাজিয়ে ছিলাম, যেন সব্বাইকার 'তাক' লেগে যায়। দাদু নাকি আনন্দে সেদিন অনেক কেঁদেছিলেন। একদা যে রথের রশী টেনে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, কীর্তন করেছিলেন তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানের দল কতবার, সেই রথের আগে তাঁর বংশধর এই ভেবেই নাকি তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন সেদিন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি ঐ মানুষটির সৌভাগ্য হয়েছিলো শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার এবং তাঁর কৃপা লাভ করার। বাগবাজারে আমাদের বাড়িতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তিন তিনবার এসেছেন এবং আমাদের কাশীর বাড়ি, 'লক্ষ্মীনিবাস' এ একটা আড়াই মাস বাস করেছিলেন। ১৮৯৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নিয়মিত ভাবে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সন্ন্যাসী ও অগণিত ভক্তদের পদধূলিতে ধন্য হয় ঐ দুটি গৃহ।

স্কুলে থাকতে, বিশেষ করে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় সময় মহারাজেরা বলতেন, 'মনে রাখবে তোমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য, সেই পরিবারটি শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মায়ের পরিবার'। সে কথা তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা তখন আদৌ ছিল না। তবে আজ বুঝি সেই পরিবারের ব্যাপ্তি ঠিক কতটা। ৮৬ – ৮৭ সাল নাগাদ এক বিখ্যাত খবরের কাগজের হয়ে 'স্টোরি' করতে গিয়ে এক ভদ্র লোকের সাক্ষাতকার নিতে যাই। সাক্ষাৎকার শেষ, এবার ফেরার পালা। ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন আমি ডিবেট করতাম কি না? উনি আমায় দেখেছিলেন ওনার স্কুলে (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন)। সেও অন্তত দশ বছর আগের গপ্পো। তারপর সম্পর্কটা আর 'দাদা-ভাই'য়ের হতে সময় লাগে নি। আমাদের চেয়ে আগে যাঁরা আমাদের স্কুল বা মিশনের অন্য কোন শাখার স্কুলের প্রাক্তনী তাঁদের সঙ্গে কোন সূত্রে পরিচয় হলে দেখেছি তাঁরা বড় দাদার মতোই ব্যবহার করা চেষ্টা করেন।

স্কুল ছেড়েছি ছেচল্লিশ বছর হয়ে গেল। তবু মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরুলে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াই 'আমাদের স্কুল', আমাদের উত্তরসূরী'। এই যে পুনর্মিলনের আয়োজন, আমাদের ব্যাচের হোয়াটস্যাপ গ্রুপ, কত যে স্মৃতি উস্কে দিচ্ছে, কত যে হারিয়ে যাওয়া মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে শে ষ করা যাবে না। সবাই যে হোস্টেলে ছিলাম এমন নয়, যারা স্থানীয় বা বাড়ি থেকে স্কুলে আসত তাদের সব্বাইকে এতদিন পরে ফিরে পেয়ে কি যে আনন্দ হচ্ছে বলার নয়। আমাদের প্রাক্তণীদের মধ্যে আমাদের ভিতরে সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমাকে প্রাণিত করেছে বারবার। ছোটবেলায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার করে না, কিন্তু সেই রকম অনাবিল সম্পর্ক ফিরে পেতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে বন্ধুদের সেঙ্গে দেখা করার উৎসাহ ফিরে পেতে। ইস্কুলবেলার সেই খাঁকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট আজও তোলা আছে, মনে করিয়ে দেয় খানিক ধুলো পড়া স্মৃতি। স্কুল ছাড়ার পর নানা সময়ে, নানা কাজে এখানে আসতে হয়েছে, যতবার ঐ মূল ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছি ততবারই মনে হয়েছে নিজেরই বাড়িতে ঢুকছি। ঐ যে ছেলের দল স্কুল শুরুর আগে সার দিয়ে ক্লাসরুমে প্রার্থনা শুরু করছে, ওদের দলে আমিও আছি।

Shree Maa Enterpise

Vendor Of Central Govt. through Gem and Kendriya Bhander We are Supply all kinds of Office Stationery,Printing items and office furniture.

Stationery Goods and Printing and Furniture Goods

22 P. S. Road,KOLKATA - 7 00 030.

Ph . No. 9830227532

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ

ডঃ পিয়াস গড়গড়ি

“সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানাং মনঃ সহ চিত্তমেষাম
॥”

ভেসে আসছে চেনা সুর। সেই দিকে লক্ষ করে পা চালায় আনন্দ। সেই গানের মূর্চ্ছনায় নিমেষমধ্যে যেন মুছে যাচ্ছে তার সকল শ্রান্তি, দৈন্য।

রাস্তাটা তার খুব চেনা। শহরের অন্তঃসারশূন্য কোলাহলের বাইরে উদাসী বাউলের মতন এগিয়ে চলা মেঠো এক পথ। পথের পাশে পাশে ফুটে আছে নাম- না- জানা অজস্র ফুল, যারা তথাকথিত কুলীন বংশজ নয়, অথচ তারাই পথের ধারে ধারে ফুটে আছে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে।

নির্ভয়ে আনাগোনা করছে পাখপাখালির দল, ফুলে ফুলে মৌমাছিরা। আর তার মাঝে ধ্বনিত হচ্ছে-

“সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি...”

কি অপার শান্তি এখানে!

“ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।”

নিজের মনেই গেয়ে ওঠে আনন্দ। এই গানও যে তার এখান থেকেই শেখা...

****

“মিসেস সান্যাল, আপনারা মনকে একটু শক্ত করুন!”

-”মনকে শক্ত করব ডাক্তারবাবু? আপনি জানেন আপনি কি বলছেন? আপনি মানুষ? “

-”দেখুন, আমি বুঝতে পারছি, ঠিক কি মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছেন। কিন্তু অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সময় যে বড্ড নিষ্ঠুর!”

-” আমি সেসব কিচ্ছু বুঝিনা ডাক্তারবাবু! আমিই কেন?”

-”ধরে নিন, জীবন আপনার পরীক্ষা নিচ্ছে। যে যত ভাল পড়াশুনায় , তার জন্য তত কঠিন প্রশ্নপত্র। সেই প্রশ্নে ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করাই তো আসল কৃতিত্ব।”

-”প্লিজ ডাক্তারবাবু, আমাদেরকে ছেড়ে দিন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত বুড়োবুড়ির এই অনুরোধটুকু রাখুন। এতদিন তো অনেক জ্বালাতন সয়েছেন, ধরে নিন না এটা আপনার কাছে তাদের তরফ থেকে শেষ অনুরোধ!”

ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের ইনচার্জ ডাক্তারবাবু, পিছনে রেখে যান হাহাকারমাখা এক নিঃসীম শূন্যতার বিষাদ। আর অনেক নল আর ছুঁচে জর্জরিত একটা শরীর।

v দূর থেকে মন্দিরের সাদা চুড়োটা দেখতে পায় আনন্দ। ওখান থেকেই গান ভেসে আসছে।

হঠাৎ একটা ডাক পাশ থেকে শোনা যায়-
“আনন্দ!”

-”মহারাজ! আপনি?!”

-”হ্যাঁ, আমি!”

গেরুয়া পোশাকপরা এক সন্ন্যাসী এগিয়ে আসেন, হাতে একটা গীতা। সেই একই পোশাক, সেই একই অমলিন হাসি!

-”কেমন ছিলিস এতদিন?”

-”ভালো না, মহারাজ। বড় কষ্ট, বড় ক্লান্তি!”

মহারাজ হাসেন, শান্ত, স্নিগ্ধ হাসি- যে হাসির দিকে তাকালে ধুয়েমুছে যায় সমস্ত কষ্ট।

-”সোনাকে না পোড়ালে কি তার ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে বেরোয়, আনন্দ? হীরে যখন খনি থেকে তোলা হয়, সাধারণ পাথরের সাথে খুব পার্থক্য তার থাকে না। অভিজ্ঞ হাতে হীরে কাটলে, পালিশ করলে তখনি তার দ্যুতিতে চোখ ধাঁধায়। “

- “কিন্তু তা বলে এত দুঃখ! মানুষের সেবার যে শিক্ষা, যে মহান ব্রত নিয়ে বেরিয়েছিলাম এই পবিত্র মন্দির থেকে, পদে পদে সেই আদর্শে ধাক্কা খেয়েছি। যেখানেই যাই, সকলে নিজের লাভ কিসে হয়, সেই নিয়ে ব্যস্ত। কাউকে নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করতে গেলেও প্রতিপদে আহত হয়েছি বারে বারে! “

মহারাজ আবার হাসেন-
“ মানুষ বড় দুঃখী আনন্দ, তারা আঁধারে ঘুরে বেড়ায়, আঁচড়ায়, কামড়ায়- কিন্তু আলোর দিশা তাদের কাছে নেই। যারা আলো নিয়ে আসে, তাদের বড় কষ্ট তখন। অন্ধকার বড় প্রবল , সে চেষ্টা করে ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপের গলা টিপে ধরতে- কিন্তু সবসময়ই আলোর কাছে তাকে হেরে যেতে হয়।”

চলতে চলতে মহারাজ গান ধরেন গলা ছেড়ে -
“আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে...”

****

“সীমা, শক্ত হও।

-”আমি কি বলে শক্ত করবো মনকে? যেদিকে তাকাই, কেবল ছেলেটার স্মৃতি চোখে পড়ে। আজ কত দিন ছেলেটা বাড়ি ফেরেনি! মনে মনে ভেবেছি, ছেলেটা এলে নিজে রান্না করে খাওয়াব। আর আজ...”

-গলা কান্নায় বুজে আসে মিসেস সীমা সান্যালের।

“সীমা, দুর্ঘটনা কি কখনো বলেকয়ে আসে? আমিও কি জানতাম, আমাদের সুস্থ সবল তরতাজা ছেলেটার সাথেই এমন দুর্ঘটনা ঘটবে। ওকে তো তাও আমরা চিকিৎসা করার সুযোগটুকু পেলাম!”

-”কি লাভ হল, সুযোগ পেয়ে? ডাক্তারবাবু কি বললেন আজ, ওর মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটেছে- হি ইজ ব্রেন ডেড! আর যেহেতু ওর নাকি মাথা বাদে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো চোট লাগেনি, তাই নাকি অর্গ্যান ডোনেট করার পক্ষে আদর্শ ক্যাণ্ডিডেট! কি অসাধারণ পরিহাস!”

-”সীমা, যে যাওয়ার সে তো চলে যাবেই! আমরা কি তাকে ধরে রাখতে পারবো? না সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে? রয়ে যাবে শুধু বেদনার স্মৃতি। তার আলোয় কেউ যদি বেঁচে ওঠে তো উঠুক না! “

-”শোনো আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, আমি কাউকে ওকে ছুঁতে পর্যন্ত দেব না। অর্গ্যান ডোনেশন তো অনেক পরের ব্যাপার !”

-”লাভ কি সীমা? সে তো আর ফিরবে না। ঐ হৃদস্পন্দন, ঐ বুকের ওঠানামা সবই তো ফাঁকি, সবি তো যন্ত্রের কারসাজি!”

উত্তর না দিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন মিসেস সান্যাল। বাইরে তখন সন্ধ্যা নামছে, পাখিরা বাসায় ফিরছে। সবাই ফিরে আসে, ফেরে না শুধু একজন!

পাশে খেলার মাঠ, ছেলেরা দল বেঁধে খেলা করছে। সেদিকে তাকিয়ে আনন্দের বুক থেকে অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

-”কিন্তু মহারাজ, এরকম ভাবে তো চলে আসার কথা ছিল না!”

-”আনন্দ, বিদায় তো হঠাৎ করেই আসে। মনে করো হস্টেল থেকে বাড়ি এসেছ।”

-”কিন্তু মহারাজ, আসার আগে তো হস্টেলের সাথীদের থেকে বিদায় জানিয়ে আসি। এখানে তো সেই সুযোগটুকুও জুটল না।”

-”লাভ কি আনন্দ! মায়ার বাঁধনে আবার জড়িয়ে পড়তে- আরো কষ্ট হত! তার থেকে এই ভাল- হঠাৎ এক ঝটকায় সমস্ত বন্ধনমুক্তি। পূর্বাশ্রমের কথা সন্ন্যাসীদের মনে করতে নেই, তবুও তোমায় এখন বলছি, ঘর ছেড়ে যখন বেরিয়ে এসেছি , তখন মনে হয়েছিল বুঝি নাড়ি ছিঁড়ে চলে এলাম। আর দেখ, এমন বাঁধনে জড়িয়ে গিয়েছি যে মুক্তির পরেও মুক্তি মেলে না।”

মন্দিরের শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে পা দেন দুজনে।

****

ঝড় উঠেছে বাইরে, শোঁ শোঁ শব্দে বইছে দামাল বাতাস। আর তার থেকেও দুরন্ত যে ঝড় উঠেছে ভেতরে, তার খবর কে রাখে?

জানালার কপাট হঠাৎই খুলে যায়, দমকা হাওয়ায় ছত্রখান হয়ে যায় ছোট্ট ঘরটায় সাজানো বইপত্র, উড়তে থাকে কাগজের টুকরো।

“এই দেখেছ, সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। “
-”আর আমাদের সারা জীবনটাই যে ওলোটপালট হয়ে গেল, তার বেলা? তার চেয়ে যা যাচ্ছে , তা যাক!”
-”না সীমা, এমন কেন বলছ? তুমি তো ওর দেহটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছিলে, আর এখন ওর স্মৃতিগুলোকে আঁকড়ে ধরবে না?”

-”আরে, এটা কী?”

একটা ছোট্ট বই হঠাৎ খুলে গেছে। এটা গীতার সারানুবাদটা না? বেরিয়ে এসেছে ভেতর থেকে একটা ছবি- একটা ফ্রেমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ- মা সারদা- স্বামী বিবেকানন্দ। ফ্রেমের পিছনে আঁকাবাঁকা হরফে লেখা-

“ অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ-
তুমি করুণামৃতসিন্ধু, করো করুণাকণা দান ॥”
স্বামীজীর ছবির নিচে ছোট ছোট করে লেখা-
“তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো ? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো ? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না— অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক ;পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও ।ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান- মনে রেখো, মানুষ চাই, পশু নয়।”

বাইরে আওয়াজ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠেছে, সারা পৃথিবী যেন আজ ঘূর্ণিপাকে পড়ে হাহাকার করছে। আর ভেতরে? ভেতরে শ্মশানের নীরবতা! নীরবতা? না ঝড়ের আগের শান্তি?

-”এসব ? এসব কী লিখেছে ছেলেটা?”

-”চিনতে ভুল করলে , সীমা। যে সারাজীবন মুক্তির আদর্শকে পাথেয় করে এল, যার গীতায় লেখা রয়েছে বিবেকানন্দের ত্যাগের বাণী, তাকে বেঁধে রাখলে দেহের ক্ষুদ্র পার্থিব বন্ধনে? মুক্তি দাও, সীমা, তাকে ছেড়ে দাও। তার চলে যাওয়ার সময় তাকে তার আদর্শ নিয়ে ফিরে যেতে দাও, ফিরে যাক সে সর্বজয়ী বীর সন্ন্যাসীর বেশে, ফিরে যাক সে ত্যাগের গৌরবটুকু সাথে নিয়ে।”

-”আচ্ছা, আমরা কি , আমরা কি অনেকটা দেরি করে ফেলেছি?বলো না, আমরা কি আনেকটা দেরি করে ফেলেছি?”

****

“এই তো, এবার চোখ খোলো তো বাবুসোনা। ধীরে ধীরে...”

-”ডাক্তারবাবু, সত্যি বলো না, আমি আবার আমার মাকে দেখতে পাবো? যে পাখিটা রোজ গান করে আমার ঘুম ভাঙায়, তাকে আমি দেখতে পাবো?”

-”আচ্ছা- আস্তে, আস্তে...”

“ডাক্তারবাবু, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি সব দেখতে পাচ্ছি,। শুনছো সবাই, আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, আমি আর অন্ধ নই, আমি দেখতে পাচ্ছি ...”

-”আস্তে, আস্তে, অত তাড়াহুড়ো নয়। তার আগে সেই মানুষগুলোকে একটা থ্যাঙ্কস দাও, যাঁদের ছেলের চোখের কর্নিয়া প্রতিস্থাপিত হয়েছে তোমার চোখে।”

-”তাঁরা কারা? আমি তাদের একটা প্রণাম করতে চাই।”

-”দুঃখিত, কিন্তু তাঁদের পরিচয় গোপন , আমি জানাতে পারব না।”

-”আমার লেখা একটা চিঠি তো তাঁদের পৌঁছে দিতে পারবেন?”

-”দেখি।”

****

মন্দিরের শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে চুপচাপ বসে ছিলেন এক প্রৌঢ় দম্পতি। সামনে ছড়ানো দশ- বারোটা রঙবেরঙের চিঠি। কোনোটা থেকে উঁকি মারছে ছবি , কোনোটায় মার্জিন টেনে গোটা গোটা হরফে লেখা আছে-
“আপনি আমার নতুন জীবন দিলেন। আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, আপনি আমার ভীষণ আপনজন। আপনার স্মৃতি আমার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকবে। আপনি অমর, আপনার জয় হউক।”

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন-
“সীমা, এখনো কি তোমার মন শান্ত হয়নি?”

-”না গো, আমার মন শান্ত হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই। আমি শুধু ভাবছি- আমি অন্ধ ছিলাম , তাই দেখতে পাইনি মানুষের কষ্ট- দেখতে পাইনি আমাদের সন্তানের রূপে আসা সেই সন্ন্যাসীকে, তার ত্যাগের আদর্শকে।”

-” সীমা, কাউকে তুমি হারাওনি। দেখো তোমার এক সন্তান আজ ছয়জন হয়ে বেঁচে রয়েছে সমাজে। তারাও যে তোমারই আত্মজ। কারুর হৃদয়, কারোর চোখ, কারোর কিডনি- সকলের মধ্যে দিয়ে বেঁচে রয়েছে আমাদের সন্তান।”

মন্দিরের ভেতরে সমবেত সঙ্গীত শুরু হয়-

“সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানাং মনঃ সহ চিত্তমেষাম ॥”

-”দেখো , দেখো সীমা, ঐ যে সব ছেলেগুলো। ওই যে সব দীক্ষিত হচ্ছে ত্যাগের মন্ত্রে, ঐ যে দেখ, ঐ সব ছেলেগুলো তো তোমারি সন্তান, তোমার ছেলের আদর্শেই ওরা আদর্শ করে বেড়ে উঠছে।”

মন্দিরের এক কোণায় যেন দমকা শীতল বাতাস বয়ে যায়। ভেসে আসে ফুলের, ধূপের মিষ্টি গন্ধ।

-”মহারাজ, আজ বড় হালকা লাগছে। বড় শান্তি, বড় স্বস্তি। আজ আমি প্রকৃত অর্থেই সব ত্যাগ করে আসতে পেরেছি এই পবিত্র মন্দিরে।”

-”আর একটু শুধরে দিই, আনন্দ? তুমি তো সকল বন্ধন ত্যাগ করে চলেই এসেছ, কিন্তু তোমায় এই আদর্শে পৌঁছে দিলেন কারা? যাঁরা দিলেন, ঐ দেখ, মন্দিরের সিঁড়িতে তারা বসে। তোমার আদর্শ নিঃসন্দেহে মহৎ, কিন্তু এটা মনে রেখো, তার থেকেও শ্রেষ্ঠ ঐ মানুষদুটির জীবনদর্শন। ওনাদের জন্যই আজ নতুন জন্ম পেয়েছে ছটা জীবন, তোমার শরীরের মাধ্যমে। অথচ ওঁরা কোনোদিন ভাবেনইনি ওঁরা এই পদক্ষেপ নেবেন। এখানেই ঠাকুর মা স্বামীজীর আদর্শ, একটা জীবনকে ত্যাগের আলো দেখালে আলোকিত হয় আরো অনেক জীবন, যেমন এখানে।

সন্ন্যাসীর ত্যাগ যতখানি মহান, তার প্রিয়জনের ত্যাগও কিন্তু ততখানিই মহান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি। কারণ সন্ন্যাসী ইচ্ছাশক্তির বলে মায়াপাশ কাটান, কিন্তু তাঁরা, তাঁদের তো ইচ্ছা না থাকলেও ছেড়ে দিতে হয় প্রিয় মানুষটিকে, অথচ ত্যাগের গৌরব জোটে না তাঁদের ক্ষেত্রে। জোটে কাঁটার মুকুট, সতত নিঃসঙ্গতার রক্তঝরা ক্ষত। তাঁদের ত্যাগ কতখানি মর্যাদার!”

ভেতরে তখন ছাত্ররা গান ধরেছে-
“তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি-- আহা,
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে॥”

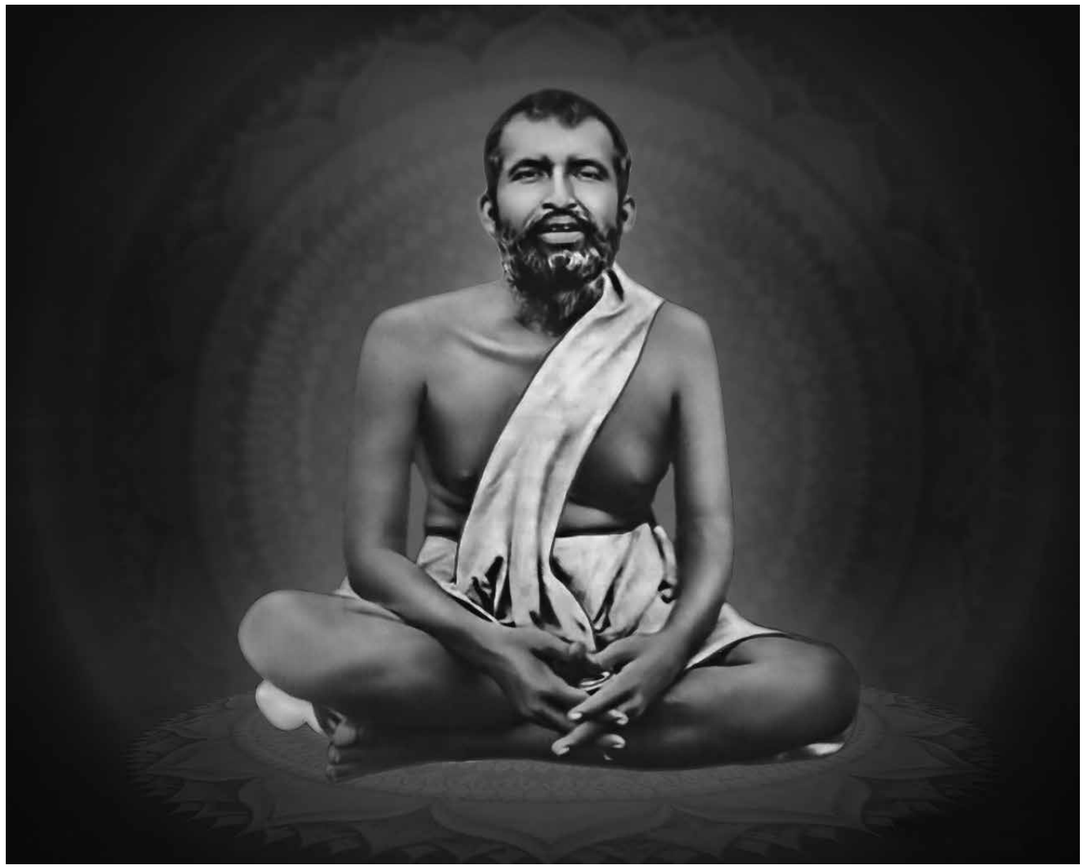

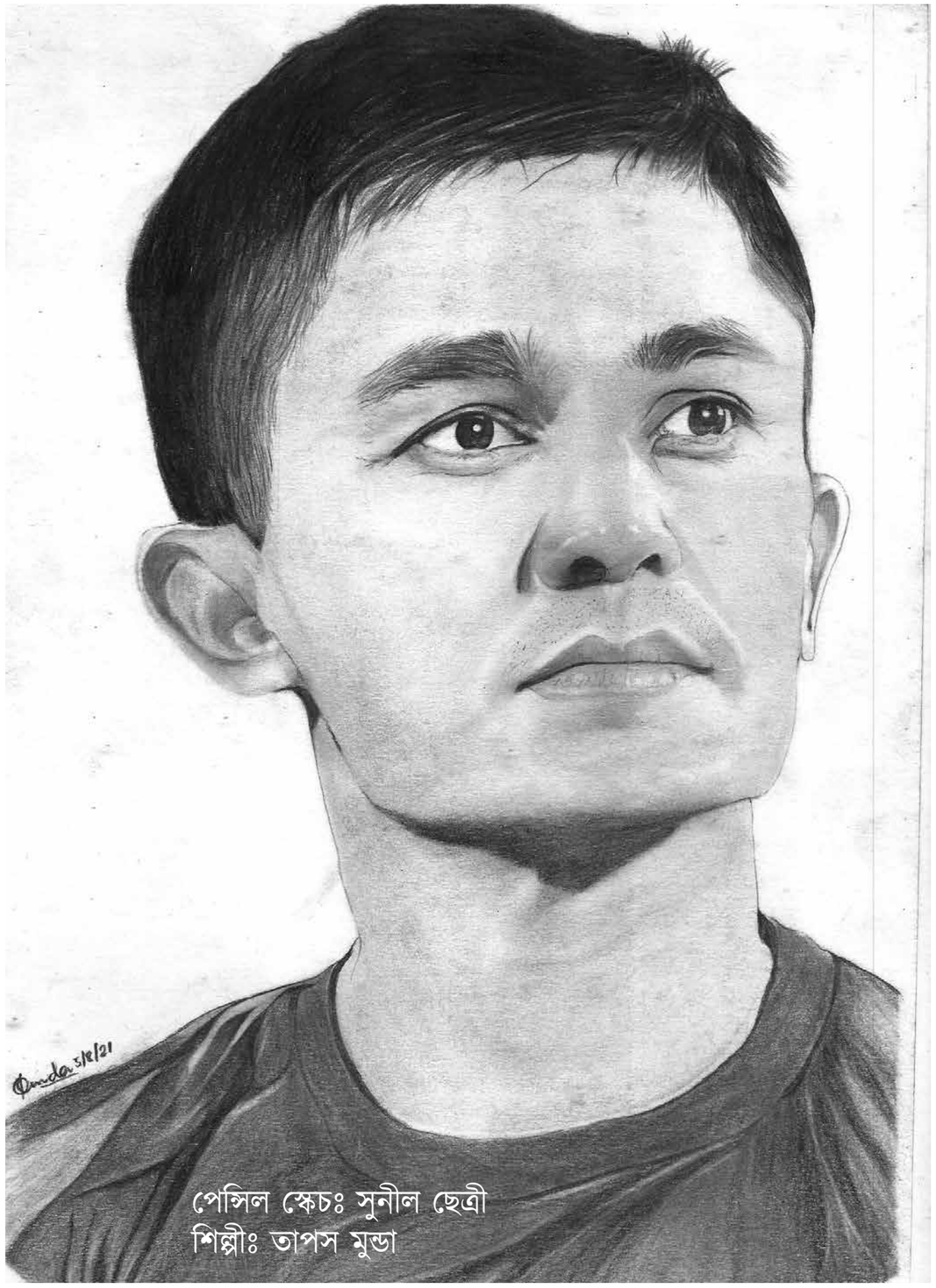

পেন্সিল স্কেচঃ সুনীল ছেত্রী
শিল্পীঃ তাপস মুন্ডা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

অরূপরতন হালদার

মানুষ তার স্থির অস্তিত্বের আপাত যে অবস্থান প্রতি মুহূর্তে টের পায় এবং সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে গতিময় একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয় সে অবস্থান তাকে ঠিক কতটা নির্দিষ্ট করে অথবা আদৌ কোনোভাবে নির্দিষ্ট করে কিনা সে ব্যাপারে মানুষ আত্ম-অন্বেষণে ব্যর্থ এটা আজ প্রায় প্রতিষ্ঠিত। বস্তুর বহিরঙ্গ তাকে যেভাবে তাড়িত করে বস্তুর অভ্যন্তর তাকে সেভাবে দোলা দেয়না কেন – এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে মানুষ, অবশ্যই গুটিকয় মানুষ। তাঁরা পৃথিবী ও তার সাপেক্ষে বস্তুতন্ত্র, এবং বস্তুতন্ত্রের সাপেক্ষে মানুষের অস্তিত্বকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলেন যে জন্ম থেকেই মানুষ তার নিজের ইন্দ্রিয়ের সংবেদনের কাছে পরাজিত একটা প্রজাতি। কারণ যে বস্তু তাকে আকর্ষণ করছে তার প্রতি তার বিকর্ষণের যে আবহ তার মনোজগতে নির্মিত হতে থাকে তা যেন ফল্গু নদীর মতোই একটা অপ্রকাশিত দেহ নিয়ে বহমান। মানুষ তার যে আসক্তিবলে বস্তুপুঞ্জের দিকে ধাবমান তা মানুষকে তার চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা একক প্ররোচনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে যা তার প্রতি মুহূর্তের উৎক্রমণ থেকে একটা বিপ্রতীপ অবস্থানে তাকে স্থাপিত করে।

এ কি এক ধরণের বিভাজন যা সত্তার খণ্ডীভবন নির্দিষ্ট করে? এ প্রশ্নে মানুষ জেরবার হতে হতে শেষ পর্যন্ত নিজের কাছ থেকে পালানোর রাস্তা বার করে কারণ তার ভেতরে অহরহ যে মূল তাড়না তাকে উত্তেজিত করে যায় তা হল একটা বিভ্রমের বোধ। এই বিভ্রম ঠিক কোন তল থেকে মানুষকে তার মূল বা শেকড় থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় তা নিয়ে মানুষী অস্তিত্ব নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন তাঁরা ইতিহাসের এক একটা বাঁকে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও কিছু আগে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাঁর সামনে এযাবৎ মনুষ্য-নির্মিত প্রতিটা গর্বিত স্তম্ভ ও স্থাপত্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছিলেন, এবং সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করার জন্য রাজ-বৈভব ও সেই আপাত সুখ যা মানুষকে আরও বেশি বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়ে আত্মবিস্মৃত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তার স্বরূপ নির্দেশ করে এইসব স্তম্ভ ও স্থাপত্য ত্যাগ করে প্রশ্নদীর্ণ একক জীবন বেছে নিয়েছিলেন।

পৃথিবীর ও তার বস্তুজগতের সাপেক্ষে নিজের সত্তার এই বিনির্মাণ প্রচেষ্টার চেয়ে আর কোনো মহত্তর প্রচেষ্টা এখনো পর্যন্ত একক মানুষ হিসাবে ইতিহাসে নেই। কিন্তু এই যে মাইলফলকটি রাজপুত্র সিদ্ধার্থ নির্বাণপ্রাপ্ত গৌতম বুদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবেতিহাসের রাস্তায় প্রোথিত করেছিলেন সেই মাইলফলকটি আজ আমাদের হৃদয়ের মধ্যবর্তী কেন্দ্রস্থল থেকে ঠিক কোন দূরত্বে অবস্থান করছে তার একটা সামান্য ক্যানভাস যদি চোখের সামনে আমরা টাঙাই তাহলে দেখা যাবে এই মুহূর্তের আমি এবং আমাদের সঙ্গে ওই মাইলফলকটির দূরত্ব ক্রমবর্ধমান। সবচেয়ে বড়ো দূরত্বের একক মাত্রা হিসাবে বিজ্ঞান আলোকবর্ষকে নির্দিষ্ট করেছে। নক্ষত্রমন্ডলীর সঙ্গে আমরা এই বিপুল দূরত্ব আলোকবর্ষ দিয়ে মাপার প্রচেষ্টা করি। কিন্তু নিজের থেকে নিজের দূরত্ব ঠিক কোন একক দিয়ে মাপব সে ব্যাপারে বিজ্ঞান এখনো কোনো একক স্থির করে উঠতে ব্যর্থ।

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় সাতশো বছর পরে তাঁর দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী আর এক দার্শনিক নাগার্জুন তাঁর "মূলমধ্যমাকাকারিকা" তে বস্তু ও পৃথিবীর শূন্যতাকে সব সত্যের মূল সত্য হিসাবে ব্যাখ্যা করছেন তখন তাঁর মূল প্রতিপন্ন বিষয় ছিল আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মাধ্যমে কোনো বস্তুর উপর একটা বিশেষ ধর্ম প্রয়োগ করি বলেই সেটা সেই বস্তু। সেই বিশেষ ধর্মটি ছাড়া সেই বস্তুটির আলাদা অস্তিত্ব নেই। এই বিশেষ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য মানুষেরই সৃষ্টি করা। অর্থাৎ মানুষ বস্তুকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে তারই তৈরি করা বৈশিষ্ট্য বস্তুতে আরোপ করে। এটা একটা আত্ম-নির্মিত জাল বিশেষ যে জালের ফাঁদে সে নিজেই আটকে পড়েছে। অদ্বৈতে এই ফাঁদই মায়া। স্বেচ্ছা-আরোপিত ধর্ম যা মোহমুদ্গর হিসাবে মানুষী সত্তাকে পীড়ন করে চলেছে। রমণ মহর্ষি তাঁর অদ্বৈতের ব্যখ্যায় বললেন "The universe is only an object created by the mind and has its being in the mind. It can not be measured as an external entity".

কিন্তু স্বভাবধর্ম অনুযায়ী মানুষ ঠিক এর বিপরীত অবস্থান নিয়েছে যে অবস্থান অনুযায়ী সে তার ইন্দ্রিয় সংবেদনের মাধ্যমে তার সামনে প্রতিভাত জগতকেই একমাত্র জগৎ বলে মেনে নিয়ে তার তাকে ভোগ করাকেই একমাত্র অন্বিষ্ট বলে বিবেচনা করে এসেছে। চার্বাকপন্থীরা আবার প্রতিভাত জগতকেই সত্য বলে মনে করেছেন। আত্মাকে অস্বীকার করে শেষাবধি আত্মার মুক্তির প্রসঙ্গকেই মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মানুষের আত্মসত্তা থেকে এই ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ নির্দিষ্ট করে যেতে পারেননি।

এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পীড়ন আজ গোটা মনুষ্যপ্রজাতিকে তার মূল অর্থাৎ যে বহিঃপ্রকৃতি তাকে সৃষ্টি করেছে এবং তার অন্তঃপ্রকৃতি থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

মধ্যযুগ মূলত অন্ধকারময় যুগ। ভারতে তখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিকাশের সুবর্ণ অধ্যায়। বৌদ্ধ ধর্মকে রাজানুগ্রহের মাধ্যমে অনেকটা পেছনে হটিয়ে দিয়ে প্রবল এক উত্থানের পথে তখন চলেছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। কিন্তু এই বিকাশের পথে অদ্বৈতের মূল দর্শন থেকে সরে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এক বিভাজিত সমাজের সৃষ্টি করল যেখানে জাতপাতভিত্তিক ব্যবস্থার তীব্রতা এক বৈষম্যের জন্ম দিল। ফলে সনাতন হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তি থেকে ও পরে বৌদ্ধ ধর্মের আত্ম-অন্বেষণের জায়গা থেকে ভারত যে উত্তরণের আলো দেখাবার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল সেখানে জড়তার উদ্ভব হল। ইউরোপ তখনো গভীর ঘুমে। মধ্যযুগীয় অন্ধকার আর ধর্মযুদ্ধের বিকট শব্দে তার আকাশ আচ্ছন্ন।

এরপর ইউরোপের হাই রেনেসাঁ। তার দুই শতক পরেই অনিবার্য শিল্প বিপ্লব আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসি বিপ্লবের নির্ঘোষ। শিল্প বিপ্লব মানুষের হাতে এনে দিল পর্যাপ্ত সেই অবসর যা তাকে উৎপাদন ও জীবিকার জন্যে ব্যয়িত সময় থেকে নিজস্ব চিন্তার জগতে নিজেকে আবিষ্কারের একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়ে নতুন যুগ তৈরি করল।

নতুন যুগ তো বটেই। রেনেসাঁর ব্যাটন চলে গেল ইউরোপের নতুন চিন্তকদের হাতে। পাশ্চাত্য দর্শনের বিকাশের এক ঐতিহাসিক পর্যায় আমরা দেখতে পেলাম। সমস্ত চিন্তক ও দার্শনিকরা মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ নিয়ে আলোড়িত হলেন। সত্তা ও সময়ের মিথোষ্ক্রিয়া তাঁদের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে থাকল ক্রমশ। কিন্তু মানুষ তার সত্তার ক্লান্তি থেকে বেরোবার রাস্তা খুঁজে পেলনা।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ফ্রয়েড সভ্যতাকে অনুধাবন করলেন এক অসুখী নির্মাণ হিসাবে যেখানে মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত এক প্রজাতি হিসাবে বর্ণনা করলেন। তিনি মানুষের এই অসুখী অস্তিত্বের মূল হিসাবে মানুষেরই নির্মিত সভ্যতার দিকে দিক নির্দেশ করলেন। তিনি সভ্যতাকে একটা লেনদেনের বিষয় হিসাবে কল্পনা

করলেন যেখানে অন্য একটা আমাদেরই পাশের কোনো অস্তিত্বকে মোকাবিলা করার জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব প্রবৃত্তির হিংস্রতাকে লালন করতে চাই প্রতি মুহূর্তে, আর এজন্য আমরা আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে নিজেরাই দূরে সরে যাই। তিনি তাঁর বিখ্যাত সন্দর্ভ "Civilization and it's Discontent" এ লিখলেন

"The final outcome should be a rule of law to which all — except those who are not capable of entering a community — have contributed by a sacrifice of their instincts, and which leaves no one — again with the same exception — at the mercy of brute force. The liberty of the individual is no gift of civilization. It was greatest before there was any civilization, though then, it is true, it had for the most part no value, since the individual was scarcely in a position to defend it. The development of civilization imposes restrictions on it, and justice demands that no one shall escape those restrictions."

সুতরাং আমরা যাকে অগ্রগতি বলছি সেই অগ্রগতিই ক্রমাগত আমাদের রুদ্ধ করে চলেছে। অস্তিত্বের এ এক আশ্চর্য দ্বান্দিক জায়গা যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ বিহ্বল, অথচ অসহায়ভাবে তার আত্মসমর্পণকে মেনে নেয়। ঠিক যেখান থেকে তার উত্থান সেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলে গিয়ে তার প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোকে সে নির্ণয় করে। এ এক মৌলিক আত্মবিস্মৃতি যা মানুষের সত্তাকে সব সময় অধিকার করে রাখে। এই আত্মবিস্মৃতিই তাকে টেনে নিয়ে যায় এক অন্তহীন কিনারের দিকে যে কিনার তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় এক লঘুতার ভেতর। এই লঘুতা তার আত্মপ্রকৃতিকে অস্বীকারের লঘুতা। কিন্তু এই লঘুতার বিষয়ে তার নিজস্ব কোনো আয়না আর বর্তমান নেই যার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে কিছুটা হলেও সেই প্রতিফলনের বাস্তবতায় প্রতিস্থাপিত করতে পারে যে প্রতিস্থাপনা তার পায়ের তলায় নতুন মাটির সন্ধান এনে দেয়। এ এক মৌলিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ যে মৌলিকত্ব সামান্য হতে হতে ক্রম বিলীয়মান এক অসহায় অস্তিত্বের মতো আমাদের থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমরা আমাদের ভেতরের অন্তর্গত হিংস্রতার গায়ে হাত বুলিয়ে যাই ততক্ষণ যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা সাময়িক কুয়াশা এসে এই মোলাকাতকে আচ্ছন্ন করে না দিচ্ছে। এই কুয়াশা, এই হিংস্রতার প্রতিপালনের মাধ্যমে আমাদের জীবন নির্মিত হয়ে চলে।

১৯৩২ সালে প্রকাশিত "The Brave New World" উপন্যাসে অ্যালডাস হাক্সলি সভ্যতাকে ২৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেছিলেন। ভবিষ্যৎ-ধর্মী এই উপন্যাসে তিনি দেখাচ্ছেন যে ২৫৪০ সালে একেবারে শিশু বয়স থেকেই আবেগ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানুষের ভেতর থেকে নির্বাসিত হয়ে যাবে। বদলে তারা হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অস্তিত্বের অংশ, প্রত্যেকের কাছে নিয়োজিত থাকবে প্রত্যেকে। এই উপন্যাসে এটাও দেখানো হয়েছিল যে শিশুরা মাতৃগর্ভের বাইরে ক্লোনিং করে জন্মাবে কারণ তখন সভ্যতার একটা বিশেষ শ্রেণীর নাগরিকের প্রয়োজন হবে যারা পূর্বনির্ধারিত। এই পূর্বনির্ধারণের স্পেস বা জায়গায় আমরা মনে হয় ইতোমধ্যে পা ফেলে দিয়েছি যে পৃথিবীতে মানুষ সেই নতুন পৃথিবীর জন্য নির্মিত হবে। সেখানে মানুষ যে পৃথিবী নির্মাণ করবে সেই পৃথিবীকে সে নিয়ন্ত্রণ করবে না তার নিজের তৈরি প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ মেধায় নির্মিত পৃথিবী মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে এমন এক গোলকধাঁধা আজ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অস্তিত্বের এই অসহায়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। মানুষই চিন্তা করেছে, নিজের এই দুঃসহ অবয়বটিকে প্রশ্ন করেছে। ১৮৪৬ সালে সোরেন কিয়ের্কগার্দ তাঁর "Concluding Unscientific Postscripts" এ এই সংকটের গভীরে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লিখেছিলেন "People in our time because of so much knowledge, have forgotten what it means to exist" যাবতীয় সব কিছুর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কিয়ের্কগার্দের কাছে অস্তিত্ব অন্য এক অর্থ বা মাত্রা নিয়ে ধরা দিল যেখানে এই "যাবতীয়" কিছু যা জ্ঞানের আধার ও জ্ঞান দিয়ে নির্মিত তা কতটা ফলবান সেটা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন তিনি। প্রথম অস্তিত্ববাদী আর্তনাদ তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হল যে আর্তনাদ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমেই দীর্ঘায়িত হয়েছে। মানুষ তার আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের ভেতর নিজের প্রকৃতিকে হারিয়ে ফেলতে ফেলতে একটা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েছে আজ। যাবতীয় জ্ঞান ও অর্জন আজ প্রশ্নের মুখে যখন মানুষ নিজের মর্ম থেকে আত্মনির্বাসনকে মহিমান্বিত করতে দ্বিধাহীন। এই সংশয়হীনতাই তার সবচেয়ে বড়ো সংকট। ইউটোপিয়ার যে ঘেরাটোপ সে নির্মাণ করে প্রতি মুহূর্তে তা যেন তার কাছে এক নব্য ঘেটোর পুনর্নির্মাণ যে ঘেটোর ভেতর সে আশ্রয় নিয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতির সারাৎসার ফেলে আসে অন্য এক ভুবনে যে ভুবন ফেলে সে আজ দূরের যাত্রী, কিন্তু গন্তব্যহীন।

কিন্তু এই প্রশ্ন ক্রমেই ঘন হয়ে ওঠে যে এই গন্তব্যহীনতাই কি তার নিয়তি। মানুষ ঠিক কোথায় পৌঁছাতে চাইছে? যে গতিময়তার শরিক আজ তার এই আত্মগর্বী উড়ান সে গতি তাকে ঠিক কোন অবস্থানে প্রতিস্থাপিত করছে? তার এই উড়ালপথটিতে যে অসংখ্য ক্ষত প্রতি মুহূর্তে আঁকা হয়ে চলেছে সেই ক্ষতের বাস্তবতা সম্বন্ধে সে নিজে কতদূর ওয়াকিবহাল? প্রশ্নহীনতাই কি তাকে এই অনন্ত ঘনায়মান সংকটের একটা চোরাস্রোতের গহীনে ডুবিয়ে দেয় আর সেই স্রোত সেঁকো বিষের মতো ঢুকে পড়ে আমাদের সত্তায়? যে অবলোকন আমাদের আর আমাদের সত্তার মাঝখানে স্থির কোনো দ্যুতি বয়ে আনতে চায় তা বাধাপ্রাপ্ত হয় আমাদের অধিকার করে ফেলা এক অস্থিরতায় যে অস্থিরতার মূলে পৌঁছাতে চাইলেন চিন্তাবিদ আর দার্শনিকের দল। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক জাঁ পল সার্ত্রে লিখলেন "Anything, anything would be better than this agony of mind, this creeping pain that gnaws and fumbles and caresses one and never hurts quite enough."

এই যন্ত্রণা তাহলে কিসের যন্ত্রণা? অস্তিত্বের অসহ ভার না লঘুতা? এ এক গোলকধাঁধা। তিনি অন্য এক জায়গায় লিখছেন " I want to leave, to go somewhere where I should be really in my place, where I would fit in... but my place is nowhere; I am unwanted." এইভাবে আত্ম-অন্বেষণের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি অনুভব করলেন

"Life has no meaning the moment you lose the illusion of being eternal."

তাহলে কি সেই অনন্তের স্বরূপ যে রূপে সমাধান খুঁজে পেতে চাইলেন তিনি?

তিনি কি উপনিষদীয় প্রজ্ঞায় পৌঁছাতে চাইলেন এই সংকট থেকে মুক্তির জন্য যেখানে মানুষকে শুরু থেকে পূর্ণ বলে মনে করে নেওয়া হচ্ছে, শুধু তার আত্মার চারপাশের একাধিক আবরণ তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে যে আবরণ সরিয়ে ফেলতে পারলে মানুষ তার এই অস্থিরতা, আর আত্মবিস্মৃতির রাস্তা থেকে আপন আলোকময়তায় ফিরে যেতে পারবে? এই ক্ষুদ্র পরিসরে সে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ থেকে মানুষের নিজস্ব সত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া বা সত্তার উন্মোচনের প্রকৃত বোধন যে সে বস্তুবাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে অস্বীকার করে এগোনো ছাড়া সম্ভব নয়। সে ব্যাপারে সার্ত্রে তাঁর অনুভব ব্যক্ত করে দিলেন প্রায় দ্বিধাহীন চিত্তে।

উপনিষদের চিন্তায় মানুষের সত্তাকে "তত্ত্বমসি" বলা হয়েছে যেখানে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা বা সত্তাটিই সেই আধার বা সর্বোচ্চ স্তর যা সবকিছু ধারণ করে। এই সত্তা একাধিক কোষ বা আবরণে মোড়া। মানুষ তার নিজের ব্যবহারিক সত্তার প্রকাশের সঙ্গে এই বিভিন্ন কোষ বা স্তরগুলিকে একীভূত করে ফেলে বলেই তার চারপাশে এত অন্ধকার যে অন্ধকারে সে নিজের প্রকৃত সত্তাকে অবলোকন বা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়।

আত্মন এই প্রতিটা প্রকাশের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করে যা এই বাহ্যরূপের অতীত। এভাবেই সত্তার খণ্ডীকরণকে অতিক্রম করে যাওয়ার দর্শন উপনিষদের মূল দর্শন। এখানে আত্মানুভবের দিগদর্শনটিই মুখ্য হয়ে ওঠে।

বৌদ্ধ দর্শনে আত্মাকে মূল্য দেওয়া হলনা। সেখানে চারপাশের বস্তুকে আমরা তার বস্তুত্ব আরোপ করি এবং বস্তুর সঙ্গে আপন সত্তাকে যুক্ত করে ফেলি। এই সংযুক্তি থেকেই মোহ এবং সেখান থেকে দুঃখের অবতারণা। তাই শূন্যত্বের কথা বলা হল অর্থাৎ আদতে বস্তুটিকে তার আরোপিত ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা করলে সে আর বস্তু থাকছে না। সেক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হল সর্বাধিক যেখানে প্রত্যাহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা তাকে অস্বীকার করে নয়। বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন থেকেই তার থেকে প্রত্যাহারের অনুশীলন। এভাবেই আমাদের সংসার নামক চারপাশের সঙ্গে সত্তার সংস্থাপনকে একটা মধ্যপথের মাধ্যমে নির্ণয় করে সত্তার মুক্তির পথ বাতলানো হল।

এভাবে দেখা গেল পাশ্চাত্যের জড়বাদ মানুষের মধ্যে যে ক্লান্তি ও সংকট ডেকে এনেছে তা থেকে দার্শনিক স্তরে মুক্তির রাস্তা প্রাচ্য দর্শনে এসে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ মানুষ বস্তুবাদী গোলকধাঁধায় এখনো ঘুরপাক খেতে খেতে নিজের অস্তিত্বকে একটা ভারাক্রান্ত বোঝা বলে মনে করছে যা কিয়ের্কগার্দ ও সার্ত্রের মন্তব্যে আমরা দেখতে পেলাম।

তাহলে কি শেষ পর্যন্ত দিগদর্শন প্রাচ্য দর্শনে নিহিত? কিন্তু প্রাচ্যের অধিবাসীরাও তো একই সংকটের ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে চলেছে। তারা নিজেরাও তো এত উচ্চ মার্গীয় দর্শন থাকা সত্ত্বেও তাকে সঠিকভাবে এখনো জীবনে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ। তারাও তো একইভাবে পশ্চিমী বস্তুবাদকেই আঁকড়ে ধরে বস্তুর সারবত্তাকে অতিক্রম করে সত্তার প্রকৃতিতে পৌঁছাতে পারল না।

অতএব এখনো মানুষ আত্মানুসন্ধানের রাস্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম নয়। এই অক্ষমতাই তার নিয়তি কিনা সেটা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত হয়ে থাকবে। মানুষের আরও পরবর্তী সব সংস্করণ এই অন্বেষার পথে নিজেদের কতটা নিয়োজিত করতে পারবে সেটা এখনো পর্যন্ত কুয়াশার আস্তরণে মোড়া।

টি. এস এলিয়ট তাঁর "Wasteland" নামের মহাকবিতায় লিখছেন :

"In this decayed hole among the mountains
In the faint moonlight, the grass is singing
Over the tumbled graves, about the chapel
There is the empty chapel, only the wind's home.
It has no windows, and the door swings,
Dry bones can harm no one.
Only a cock stood on the rooftree
Co co rico co co rico
In a flash of lightning. Then a damp gust
Bringing rain"

অর্থাৎ চারপাশে শুকনো হাড়। শূন্য উপাসনাগার। সেখানে মানুষ নেই। মানুষ আজ তার আপন গতিতে মত্ত। আর এক গিলে-খাওয়া শূন্যতা যে শূন্যতার মধ্যে শুধু রিক্ততা। ১৯২২ সালে কবির চোখে ধরা দিয়েছে এই শূন্যতা। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে চার বছর মতো হল শেষ হয়েছে। একটা যুদ্ধেই সভ্যতার কঙ্কাল বেরিয়ে গেছে। এর দু দশক পরেই অকল্পনীয় ধ্বংসের ব্যাপকতা নিয়ে আসবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সারা পৃথিবীর মূল্যবোধটাই একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিকে বাঁক নেবে যে পরিবর্তন সভ্যতার পক্ষে সুখের নয়, আরও গভীর, গভীরতর অসুখের বার্তা নিয়ে আসবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরও প্রায় আশি বছর পার হয়ে এলাম আমরা। সংকট ক্রমবর্ধমান। তাহলে এই সংকট থেকে মুক্তি কোন পথে? মানুষ কতদিন পরে আবার এক সামগ্রিক আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে তা এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। জীবনানন্দের ভাষায় :

"কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয়;

সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক ক'রে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।
সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে— এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।"

("সুচেতনা" / জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এ রচনায় ক্রান্তদর্শী কবির চেতনায় এই মহাসংকট ছায়া ফেলেছে। সে ছায়া যেন এক অনন্ত ধূসর ডানায় উড়াল দিয়েছে, আর আমরা সে উড়ালের অংশমাত্র। কবি "ঢের দূর প্রভাতে" বাক্যাংশের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন দ্রষ্টার অনির্বচনীয় বোধ। আমরা "ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের দল" কবে, কবে সেই বোধের সাগরতীরে গিয়ে দাঁড়াব ?

শিরোনাম-ঋণ ঃ জীবনানন্দ দাশ।

Our Special Thanks to:

1. Secretary, Rahara Ramakrishna Mission Boys' Home
2. Rahara Ramakrishna Mission Ashrama Management
3. Headmaster, Rahara Ramakrishna Mission Boys' Home High School
4. Assistant Headmaster, Rahara Ramakrishna Mission Boys' Home High School
5. Khardaha Municipality
6. WBSEDCL, Rahara Branch
7. Punjab National Bank, Rahara Branch
8. Rahara Police Station
9. Khardaha Police Station
10. Suraksha Diagnostics
11. Saraswati Print Factory Pvt.Ltd.
12. Ambition Ads
13. Ujjwala Decorator
14. Delicious Caterer
15. Electricians
16. Music
17. Our Sponsors
18. Our Alumni
13. Rotary Diagnostic
14. Accurate Dignostic Centre

We may have missed YOU! However, we recognize your contribution!

...বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে

যাঁরা নেই আজ
আমাদের মাঝে,
এই আয়োজন
তাঁদেরই সাজে।

RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME
HIGH SCHOOL (HIGHER SECONDARY)
P.O. RAHARA, KOLKATA-700118
Ph: (033) 2523-6959